চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 March, 2020 ■ আগরতলা, ২৮মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১৪ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা ঃ আগরতলায় দুস্থ পরিবারের এক খুদে সদস্য পুলিশের হাত থেকে খাবার নিতে দেখা যাচ্ছে।

রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার গরিব এপিএল পরিবারও পাবে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় ৫০ হাজার গরিব এপিএল পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে। আজ এই ঘোষণা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে এমন এপিএল-দেরও বিপিএল-দের মতো সহায়তা দেওয়া হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্ত্যোদয় এবং বিপিএল পরিবারদের জন্য করোনা ভাইরাসের জন্য তৈরি পরিস্থিতিতে ২২৯ কোটি টাকার প্যাকেজ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় অনেক গরিব পরিবার রয়েছেন তারা বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে পারেনি। ত্রিপুরা সরকার এখন তাঁদেরকেও সহায়তা করবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, আর্থিক দিক পিছিয়ে রয়েছে এমন এপিএল পরিবারকেও সমপরিমাণ প্যাকেজ দেওয়া হবে। এমন ৫০ হাজার পরিবার ওই সহায়তা পাবে। তাঁদেরকে শীঘ্রই চিহ্নিত করা হবে। তাঁর দাবি, দুয়েক দিনের মধ্যে তাঁদের চিহ্নিত করে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবে ত্রিপুরা সরকার।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারা লকডাউন চলছে। স্বাভাবিকভাবে, রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে, সরকারি সহায়তা ছাড়া আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পরা শ্রেণী কোনভাবেই জীবনযাপন করতে পারবে না।

এদিকে, আজ ফের মুখ্যমন্ত্রী সীমান্তে কারফিউ জারি রাখার জন্য ত্রিপুরাবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশ একজনও ত্রিপুরায় আসতে পারবেন না, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সাথে তাঁর আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা প্রতিরোধ ঃ মাস্কের বদলে গামছা ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পরার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেকের বাড়িতে জনপ্রতি গামছা রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধুয়ে প্রতিদিন সেই গামছা ব্যবহার করুন। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীকে এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুঃস্থদের খাবার বিলি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সারা দেশের সাথে প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরায়ও। তাই ভবঘুরে, দিনমজুর, হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের খাবার সরবরাহে এগিয়ে এসেছে রাজ্য পুলিশ। সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে দুস্থদের মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। সারা ত্রিপুরাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

এ-বিষয়ে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, লকডাউনের তৃতীয় দিন ত্রিপুরা পুলিশ সামাজিক দূরত্ব ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। আমি ত্রিপুরা পুলিশ এবং অন্যান্য বাহিনী যাঁরা ২৪ ঘণ্টা কাজ করছেন তাঁদের প্রশংসা করছি। সাথে তাঁর আবেদন, এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সবাই পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করুন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের খাবার সরবরাহ করবে ত্রিপুরা পুলিশ। আগরতলায় তিনটি হাসপাতাল-সহ সারা রাজ্যে পুলিশের তরফে খাবার সরবরাহ করা হবে। তিনি বলেন, পুলিশ নিজেদের জন্য যে খাবার তৈরি করেন সেখানে এখন থেকে রোগীর আত্মীয়দের জন্যও খাবার তৈরি করবেন।

ইতিপূর্বে, ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশে পুর সংস্থাগুলি আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়াদের খাবার সরবরাহ শুরু করেছে। এই দুর্যোগে দুবেলা তাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে প্রশংসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বহিঃরাজ্যে কর্মরত ত্রিপুরার নাগরিকদের সহযোগিতায় টিম গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার বাইরে কর্মরত রাজ্যের নাগরিকদের সহায়তায় একটি টিম গঠন করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার শুক্রবার এই টিম গঠনের ঘোষণা করেছেন। তিন সদস্যের এই টিম-এর নেতৃত্ব দেবেন পরিবহণ সচিব এল এইচ ডারলং। এছাড়া, অন্য সদস্যরা হলেন পিঅ্যান্ডসি সচিব অপূর্ব রায় এবং ডিআইজি ক্রাইম আর গোপাল রাও।

এ-বিষয়ে পরিবহণ সচিব বলেন, ত্রিপুরার নাগরিক বহিঃরাজ্যে কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের যে কোনও অসুবিধায় সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করব আমরা। এক্ষেত্রে তাঁদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সহায়তা চাওয়া হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনের সাথে আলোচনা হয়েছে। কলকাতায় কর্মরত সাতজন শ্রমিক গতকাল ত্রিপুরা ভবনে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের থাকার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গুয়াহাটি এবং দিল্লির ত্রিপুরা ভবনের সাথেও আলোচনা করা হবে। ত্রিপুরার কোনও নাগরিক সহায়তা চাইলে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

পরিবহণ সচিবের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ত্রিপুরার নাগরিক বসবাস করেন। কর্মসূত্রে কিংবা উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁরা ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধতা আমরা এড়াতে পারি না। তাই, দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে এ-বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করেছে হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের জন্য সমস্ত অন্তর্বর্তী আদেশ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ জারি করেছে।

করোনা ভাইরাস নিয়ে বিচারাধীন মামলায় অন্তর্বর্তী আদেশ সংক্রান্ত একটি সুয়োমোটো মামলা গ্রহণ করে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। এই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ আদেশে বলেছে, করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আদালতের কাজ কমানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। কেবল জরুরি মামলার শুনানি হবে, ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল। শুধু ত্রিপুরা হাইকোর্ট নয়, ত্রিপুরার সমস্ত আদালতে এই আদেশ কার্যকর হবে। কিন্তু, এখন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা হয়েছে।

আদালত রায়ে বলেছে, ২০ মার্চের আগে যে আদেশ জারি করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হলে বাতিল হয়ে যাবে। সে-ক্ষেত্রে মামলাকারী এবং পক্ষভুক্তরা জটিলতার সম্মুখীন হবেন। তাই সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ এবং সিআরপিসি ৪৮২ ধারা মোতাবেক নতুন আদেশ জারি করা হচ্ছে। আদালত ওই মামলার রায়ে বলেছে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট-সহ সমস্ত আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হচ্ছে। তেমনি সমস্ত জামিন এবং পেরোলের মেয়াদ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। তবে, জরুরি ভিত্তিতে আদালতে আবেদন জানানোর সুযোগ থাকব। সে মোতাবেক আদালত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ রেজিস্ট্রার জেনারেলকে সমস্ত আদালতে এই আদেশ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক
ভারত সরকার

Help us to help you

নোভেল করোনাভাইরাস (COVID-19)

COVID-19 পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা- কখন ও কিভাবে?

সমস্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ

বিশেষ করে এটি ওইসব ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা COVID-19 তে প্রভাবিত দেশ ভ্রমণ করেছেন বা সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে থেকেছেন

কোন ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা প্রয়োজন

ওই সমস্ত ব্যক্তিদের, যাঁদের এই লক্ষণ রয়েছে

- যাঁরা গত ১৪ দিনে কোন আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করেছেন
- যিনি কোন সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে ছিলেন
- যিনি স্বাস্থ্যকর্মী
- হাসপাতালে ভর্তি সেভিরি একুট রেসপিরেটরি ইলনেস (এসএআরআই) অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস (আইএলআই) বা সেভিরি নিমোনিয়ার মতো রোগের সমস্ত রোগী

এমন লক্ষণ-রয়েছে এমন ব্যক্তি যিনি সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে প্রত্যক্ষ বা উচ্চ ঝুকিপূর্ণ সম্পর্কে ছিলেন তিনি একবার সম্পর্কে আসার ৫ দিন এবং ১৪ দিনের মধ্যে করা দরকার। প্রত্যক্ষ ও উচ্চ ঝুকিপূর্ণ সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

- যিনি সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে একই ঘরে থাকছেন
- ওইসব স্বাস্থ্যকর্মী যাঁরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) দ্বারা প্রমাণিত পর্যাপ্ত সুরক্ষা মানদন্ড ছাড়া কোন সংক্রমিত ব্যক্তির পরীক্ষা করেছেন

পরীক্ষার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রের বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে এই ওয়েবসাইটে ঃ icmr.nic.in

davp 17102/13/0031/1920

বিস্তারিত জানার জন্য
রাজ্য হেল্পলাইন নম্বর বা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর ২৪ x ৭ হেল্পলাইন নম্বরে কল করুন

১০৭৫ (নিঃশুল্ক) । ০১১-২৩৯৭৮০৪৬

ই-মেল করুন ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

mohfw.gov.in @MoHFWIndia @MoHFW_INDIA mohfwindia

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৬ □ সংখ্যা ১৬৮ □ ২৮ মার্চ ২০২০ ইং □ ১৪ চৈত্র □ শনিবার □ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এই বাড়াবাড়ি কাম্য নহে

পুলিশ বা নিরাপত্তা রক্ষীরা যদি উশৃঙ্খল আচরণে মাতিয়া উঠে তখন তো অরাজক পরিস্থিতি কায়েম হয়। গত কয়েকদিন ধরিয়াই এই অরাজক পরিস্থিতিকেই আমন্ত্রণ জানাইতেছে রাজ্যে নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা। সারা দেশেই ২১দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। লকডাউন ঘোষণার মূল লক্ষ্যই হইতেছে জনস্রোত বা ভীড় প্রতিরোধ করা। জনসাধারণকে গৃহবন্দী হইয়াই থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। করোনা ভাইরাস যাহাতে ছড়াইতে না পারে, আরও মানুষ যাহাতে আক্রান্ত না হয় সে জন্য এই প্রতিষেধক ছাড়া যে উপায় ছিল না তাহা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই ভাইরাস যদি প্রতিরোধ করা না যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের শত কোটি মানুষের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে। এই অভিমত দিয়াছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। সুতরাং একথা সত্যি যে, ভয়ংকর বিপদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাইতেই দেশ জুড়িয়াই লকডাইন ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রচন্ড দুর্ভোগ সত্বেও সাধারণ মানুষ তাহা মানিয়া নিয়াছে। কিন্তু, লকডাউনকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজধানী শহর আগরতলাতে পুলিশ বাড়াবাড়ি করিয়াছে। বহু নীরিহ মানুষ, এমনকি ফল বিক্রেতা হইতে শুরু করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত পুলিশের রক্তচক্ষুর শিকার হইয়াছেন। চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র হাতে নিয়াও রোগীর আত্মীয়রা মার খাইয়াছেন পুলিশের। করোনা আতংকে এমনিতেই মানুষ বড় বেশী আতংকিত। পুলিশ গত কয়দিন ধরিয়াই একেবারে রণংমুর্তি ধারণ করিয়া পাবলিক পিটাইয়া হাতের সুখ মিটাইতেছে। অপ্রয়োজনে কেউ বাড়ীর বাইরে আসিয়াছেন বুঝিলেই লাঠি দিয়া মারধর করিয়াছে। মহারজগঞ্জ বাজারে পুলিশের মারমুখী আচরণে ব্যবসায়ীরা আতংকিত হইয়া পড়েন। শুধু তাহা নহে বিশেষ প্রয়োজনে বাজারে কিংবা ওষুধের দোকানে যাইতে মানুষ এখন ভয় পাইতেছেন। কিছু কিছু স্থানে সাংবাদিকরা পুলিশের হয়রানির শিকার হইয়াছেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন আর হইবে না। ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমারকে টাস্ক ফোর্সকে আরও নরম মনোভাব নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন মুখ্যসচিব। কারণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে গিয়া আতংকিত করা ত্রিপুরা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। ত্রিপুরার সমস্ত বাজার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকন ওষুধের দোকান খোলা রাখিতে বলা হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অযথা কঠোর হইবে কেন? পুলিশকে কঠোর বলপ্রয়োগে লাগাম টানিতে প্রশাসনিক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বুধবার লকডাউনে অনেক সাধারণ মানুষ পুলিশের হাতে মার খাইয়াছেন। লকডাইনের মূল লক্ষ্য হইতেছে ভীড় এড়ানো। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাইতে যে নির্দেশ জারী হইয়াছে তাহা করোনা রুখিবার লক্ষ্যেই। শুধু শহর আগরতলা নহে পুলিশের বাড়াবাড়ির ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই ঘটিয়াছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্বেও বৃহস্পতিবার আগরতলা ইন্দ্রনগরে ঘরমুখো এক বাইক আরোহীকে পুলিশ বেধরক পিটাইয়াছে। পুলিশের বীরত্বের শাস্তি অবশ্যই দিতে হইবে। কোন কোন পুলিশ কর্মীরা অযথা পাবলিক পিটাইয়াছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুলিশ হিংস্রবাহিনী নহে শান্তি রক্ষক। লকডাউনের সুযোগ নিয়া গণহারে পাবলিক পিটাইবার দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে অরাজক অবস্থা কায়েম হইতে পারে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠিত হইবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বা পাবলিক ভীড় এড়ানোর জন্য পুলিশ কঠোর হইতে পারে। কিন্তু, পাবলিককে বেধরক পিটাইয়া রক্তাক্ত করার ঘটনা তো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। এমনিতেই লকডাউনের কল্যানে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে। গরীব অংশের মানুষের রুটি রুজির সমস্যা বাড়িয়াছে। সরকার বিপিএল ভুক্ত পরিবারকে কি সাহায্য পৌঁছাইতে পারিয়াছেন? যখন ত্রাণের প্রয়োজন, মানুষের মরণ বাঁচন সমস্যা তখন পুলিশকে আরও সংযত আচরণ করিতে হইবে। পুলিশের লাঠির আঘাত সমস্যার সমাধান আনিতে পারে না। পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। পুলিশ কি তাহা করে?

করোনা পরিস্থিতিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : অসংগঠিত ও অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল। করোনার কারণে লকডাউন পরিস্থিতিতে যাতে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার একাধিক ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের এই উদ্যোগে কতটা উপকৃত হবেন অসংগঠিত শ্রমিকেরা, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিটু নেতা শ্যামল চক্রবর্তী জানিয়েছেন,চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ৫০ লক্ষের স্বাস্থ্য বীমা বাদে বৃহস্পতিবারের ঘোষণায় নতুনত্ব কিছু নেই। করোনা পরিস্থিতিতে আগামী এক বছর আর্থিক সঙ্কট চলবে। তাই সেই সময় পর্যন্ত কতটা প্রশাসন মানুষের পাশে থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর কথায় ঘোষণা তো হল। এবার এর বাস্তবায়ন কবে হবে। ক্ষেত মজুর ধরলে গোটা দেশে প্রায় ৪৪ থেকে ৪৭ কোটি অসংগঠিত শ্রমিক রয়েছে। এমন পরিস্থিতি তে এই সকল অসংগঠিত ও অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের এই প্রকল্প কতটা সাহায্য করবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যদি ভিডিও, এসডিও আধিকারিকদের মাধ্যমে এই শ্রমিক দের কাছে প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা তুলে দিতে পারা যায়। তবে কিছুটা হলেও সুবিধা পাবে শ্রমিকেরা। দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি র বাড়বাড়ন্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তার দাবি কেন বিদেশ থেকে আসা বিমানের উপর আগে নিষেধজ্ঞা জারি করা হল না।

বৃহস্পতিবারের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী র ঘোষণা সম্পর্কে নাট্য ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বাদশা মৈত্র জানিয়েছেন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের সরকারি খাতায় নাম নথিভুক্ত নেই। ফলে কেন্দ্রের এই আর্থিক প্যাকেজ থেকে বঞ্চিত হবে তারা। সমাজের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরে তিনি বলেন, কন্ট্রাক্টরের অধীনে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকেরা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। পাশাপাশি প্রকল্প থেকে সুবিধা পেতে গেলে যে পদ্ধতি র মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেই সম্পর্কে বহু অসংগঠিত শ্রমিক জানেন না। ফলে সরকারের ঘোষিত প্রকল্পের অর্থ তারাই পাচ্ছে যাদের নাম যোজনায় নথিভুক্ত রয়েছে। করোনা মোকাবিলায় অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল প্রশাসনের। তিনি আরও বলেন, পথবাসী, সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মধ্যে থাকা মানুষেরা সাবান টুকু পর্যন্ত পান না হাত ধোয়ার জন্য।

এস ইউ সি আই নেতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্র সরকারের ঘোষণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, অবশেষে সরকারের ঘুম ভাঙলো। করোনা এসে প্রশাসনের অমানবিক চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। পাশাপাশি দেশের সার্বিক পরিকাঠামোর যে ফাঁকফোকর গুলো আছে তাও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের এই আর্থিক প্যাকেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শ্রমিকেরা কোথা থেকে কিভাবে এই সুবিধা পাবে তার কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশ নেই। উত্তর প্রদেশ শ্রমিকদের ওপর পুলিশের যে নির্যাতন চালিয়েছে তারও নিন্দা করে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি যে বেহাল তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ১৪০ কোটির ভারতবর্ষে এখনো ৮০ কোটি মানুষ যে দরিদ্র তা কেন্দ্রের ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট। করোনা মোকাবিলায় প্রথম থেকেই যে একটা গাফিলতি কাজ করেছে প্রশাসনের অন্দরে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় যথেষ্ট সময় পেয়েছিল প্রশাসন কিন্তু অনেক দেরিতে তাদের ঘুম ভাঙলো।

বেআব্রু হয়ে শেষ হল শাহীনবাগের আন্দোলন

আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): শেষ পর্যন্ত দিল্লি পুলিশ করোনার ভাইরাসের ধ্বংসযজ্ঞ উপেক্ষা করে জোর করে শাহীনবাগে বসে বিক্ষোভ দেখানদের সরিয়ে দিল। তারা করোনার ভাইরাসের মাধ্যমে দেশের ধরনা শেষ করার সমস্ত আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের অনড় থাকার কারণে পুরো দেশ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এই কর্মসূচিটি শেষ করার জন্য একাত্ম হয়েছিলেন। তবে যে মহিলারা অবস্থান নিয়েছিলেন, তারা কারও কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শাহীনবাগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ এমন জায়গায় চলছিল যেখানে বিক্ষোভ দেখানোটা উচিত নয়। তবে প্রাথমিকভাবে প্রশাসন এবং দিল্লি পুলিশদের অবহেলা ও ব্যর্থতার কারণে এই মহিলারা ধরনাতে বসেছিলেন বা কিছু বিপথগামী অসামাজিক উপাদান দ্বারা বসেছিলেন। এর পরে তারা পুরো রাস্তাটিকে ঘিরে ফেলেছিল এবং ওঠার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার বলছিলেন যে, ভারতের নাগরিকদের উপর সিএএ এবং এনআর সির কোনও প্রভাব পড়বে না। তা সত্ত্বেও, শাহীনবাগের আন্দোলনকারি এই যুক্তি মানতে নারাজ ছিল। জনতা কার্ফু চলার সময় ও এরা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে। তারা বুঝতে পারেনি যে বিশ্বের প্রায় দুই বিলিয়ন জনসংখ্যা নিজেদের সম্পূর্ণ লকডাউন রেখেছে। করোনার ভাইরাসের রোধে বাড়ির ভেতর থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারা কোন কিছুই মান ছিলেন না।

এটা ভাল যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতজুতে লকডাউন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়ার আগেই শাহীনবাগের ধর্না সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সকল আপিলের সময় যদি শাহিনবাগে ধরনা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তবে আন্দোলনকারীদের অবশিষ্ট থাকা সম্মানটা বেঁচে যেত।

শ্রদ্ধা থেকে বেঁচে যেতেন। যখন তারা সরছিল না, দিল্লি পুলিশ জোর করে এই অবৈধ ধর্মঘটটি সরিয়ে দেয়। তাদের তাঁবু ইত্যাদিকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা হয়। এভাবে ১৫ডিসেম্বর থেকে যে ধর্না চলছে তা শেষ হয়ে গেল।

লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, যখন এই ধরনাটি সরানো হচ্ছিল, তখন অনেক স্থানীয় লোক উপহার হিসাবে পুলিশকে ফুল দিয়ে যাচ্ছিল। তারা ধর্মঘটের সমাপ্তিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিল। মনে রাখবেন যে পুলিশকে ফুল দিয়েছিল তাদের বেশিরভাগ মুসলমান সমাজ থেকে ছিলেন। তারা বুঝতেও শুরু করল যে শাহিনবাগের ধরনাটি তার ইউটিলিটিটি হারিয়েছে। পুলিশি পদক্ষেপটি সমাজের বিভিন্ন বিভাগের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু এই আন্দোলনকারীদের একগুঁয়ে মনোভাবের কারণে তারা তাদের সবার থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে।

দুঃখিত, তবে এটি সত্য যে শাহীনবাগের প্ল্যাটফর্মটি মূলত দেশবিরোধী শক্তি পেতে শুরু করেছিল। শাহীনবাগের প্ল্যাটফর্ম থেকে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষ বিক্ষোভকারী বলেছিলেন যে, আমরা নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে হবে না। কাশ্মীর থেকেই সংবিধানে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এখন বলুন কাশ্মীরের সাথে সিএএর সম্পর্ক কী? তাঁর উল্লেখ ছিল জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫ এ ধারা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। ঐশী ঘোষ যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর ভাষণে দেদার হাততালি পড়ছিল। কেউ তাদের থামায়নি, কেন? একই শাহীনবাগের বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে স্বঘোষিত মানবাধিকারকর্মী হর্ষ মন্দারও বলেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট বা সংসদ থেকে আমাদের এখন আর কোনও আশা নেই। আমাদের রাস্তায় উঠতে হবে। তাঁর এই বিষাক্ত বক্তব্যটিও কয়েকশ লোক শুনেছিল। তবে শাহীনবাগের আন্দোলনকারীরা বারবার বলে আসছিলেন যে তারা সংবিধানের রক্ষার জন্য আন্দোলন করছেন। তবে দুঃখের বিষয়, ঐশী ঘোষ বা হর্ষ মন্দার যখন দেশবিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন কেউ কথা বলেননি। সন্ত্রাসবাদী শারজিল ইমাম শাহীনবাগ আন্দোলনের অংশ ছিল তা কি সত্য নয়? তিনি গর্বের সাথে নিজেকে শাহীনবাগের বিক্ষোভের সংগঠকও বলেছিলেন। শারজিল বলতেন, 'আমাদের যদি আসামের লোকদের সহায়তা করতে হয় তবে তাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।'

এখন শাহীনবাগের আন্দোলন শেষ। করোনার ভাইরাস জয় করার পরে, দেশেও স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করা হবে। তারপরে দেশটিকে সরকারের নীতি ও কর্মসূচির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া হবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই কথা বলার অধিকার রয়েছে। স্পষ্টতই, সাধারণ পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশের দফায় দফায় শুরু হবে। এতে কোনও ক্ষতি হয় না। তবে এখন এটি নিশ্চিত করা উচিত যে সমাবেশগুলি সবার জন্য স স্থায়ী করে রাখা হয়েছে। দিল্লিতে যন্তরমন্ত্রর এই বিষয়ে একটি স্থায়ী জায়গা। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে ধরনা র আয়োজন করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের কে দক্ষিণ দিল্লির একটি বিশেষ রাস্তায় বসতে দিয়েছিল? তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? কোথায় ভুল হয়েছে? জাতীয় হাইওয়েতে কাউকে পিকেটের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? না! তাহলে কেন কাউকে খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বসতে দেওয়া হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন দেশের।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও কলামনিস্ট)

ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী

ঝাড়গ্রাম, ২৭ মার্চ (হি . স.) : লকডাউনের সময় খাদ্য সংকট যাতে না হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষনা করেছেন। এবার ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশানের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী।

ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ন রায় অভিযোগের ভিত্তিতে যেমন ব্যবস্থা নিচ্ছেন তেমন শবর পাড়াগুলিতে মানুষজনেদের চাল,ডালের পাশাপাশি নানা ধরনের কাঁচা সবজি বাড়ি বাড়ি পৌছে দিচ্ছেন।শুক্রবার মহকুমা শাসকের উদ্যোগে শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ডের স্টেশন পাড়া এলাকায় ভবগুরে ,দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের দুপুরে বসিয়ে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। উল্লেখ্য কয়েক দিন আগেই কদমকানন এলাকার একটি পাড়তে লক যষডাউনের বিধি নিষেধ তোয়াক্কা না করেই পুকুরে গন মাছ ধরা চলছিল।এই খবর পাওয়ার পরেই ওই দিন বিকেলে মহকুমা শাসক নিজে ওই পাড়ায় গিয়ে মাইকিং করে লক ডাউনের নানা বিধি নিষেধ গুলি প্রচার করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে বলেছিলেন।

আবার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক শহরের কদমকানন,শিরিশচক, সত্যবানল্লি, ভালুকখুলিয়া, চাঁদাবিলা সহ পুর এলাকার প্রায় ৩১৫ টি শবর পরিবারের হাতে তুলে দেন আনাজের ব্যাগ।আলু, পেঁয়াজ,লঙ্কা,কুমড়ো,পটল, কুঁদড়ি,ঝিঙ্গে সহ নানা ধরনের আনাজ তুলে দেওয়া হয় পরিবার গুলির হাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি ওই সব মানুষদের কিকি ধরনের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে তাও বলেন মহকুমা শাসক।বারে বারে হাত ধোয়া, নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চলা,অকারনে বাইরে বাইরে বের না হওয়া সহ স্বাস্থ্য বিধির দিক গুলি বুঝিয়ে বলেন মহকুমা শাসক।তিনি জানিয়েছেন ওই সব পরিবার গুলির হাতে পৌছে দেওয়া হবে চালও। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসন ঝাড়গ্রাম জেলার শবর সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিকল্পে উন্নতির লক্ষে বিশেষ জোর দিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহন করে কাজ করে চলছে।এবার করোনা ভাইরাস যে ভাবে বিশ্বের পর দেশ এবং রাজ্য জুড়ে এই ভীতির বাতাবরন তৈরি করেছে।

এই মহামারিকে ঠেকাতে রাজ্য সরকার নিরন্তর প্রয়াশ চালিয়ে যাচ্ছে।সামাজিক দূরত্ব যাতে মানুষ বজায় রাখে তার জন্য লক ডাইন সকল কে মানতে আহ্বান জানিয়েছেন।শবর সম্প্রদায় ভুক্ত দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা যাতে এই সময়ে ঘরে থেকে দু বেলা খবার পান তার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।লক্ষে এবার তাদের ঘরে ঘরে পৌছ দেওয়া হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী।

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ন রায় বলেন "জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন শবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি কাঁচা আনাজের ব্যাগ দেওয়া হয়েছে।পরিবার গুলির কাছে চালও পৌছ দেওয়া হবে।যাতে তাদের এই সময় কোন রকম খাদ্য সঙ্কট না হয় তার জন্য এই পদক্ষেপ।এদিন স্টেশন পাড়া এলাকায় মানুষজনেদের খিচুড়ি খায়ানো হয়।

লকডাউনে ভারত-পাক যুদ্ধের স্মৃতি আঁকড়ে রন্তিদেব

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : "আমাদের যখন বালক বয়স , ক্লাস সেভেনে পড়ি , তখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধ। সে দিনগুলির কথা বেশ মনে আছে এখনো।" লকডাউনের স্মৃতি এভাবেই এঁকেছেন সম্পাদক-রাজনীতিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

করোনা-আতঙ্কের অনিশ্চয়তা আর লকডাউনের জাঁতাকলে অধিকাংশের মত ঘরবন্দী রন্তিদেবও। ভারত-পক যুদ্ধের স্মৃতি তাঁর কথায়, "বিকেল পাঁচটা বাজতেই কার্ফু আর ব্ল্যাক আউট। বাড়ির বড়োরা পাঁচটা বাজার আগেই পড়িমরি বাড়ি ফিরে আসতেন। পাড়ার ল্যাম্পপোস্টগুলো মুড়ে ফেলা হয়েছে কালো কাগজে। সন্ধে হলেই বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। জানালার কাঁচে কালো রঙের প্রলেপ। এক ফোঁটা আলোর বিন্দুও যেন বাইরে বেরতে না পারে। সন্ধে হলেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে পাড়া। মাঝে মাঝে শুধু পুলিশের বুটের মশমশে শব্দ। মাঝে মাঝে খড়খড়ি ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করতাম বাইরে অন্ধকারে ডুবে থাকা শহরটা। বড়োরা দেখতে পেলে হা -হা করে ছুটে আসতেন। সরিয়ে আনতেন জানালার কাছ থেকে। ওই বালক বয়সে শুনেছিলাম ক্ষীণ আলোর রেখা দেখেই নাকি শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান হানা দিয়ে যেতে পারে আমাদের শহরে। ওই ব্ল্যাক আউটের ভিতরই একদিন আমাদের পাড়ার বাচ্চুকাকু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন। তাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। আর কয়েকজন তাসুড়ে পাড়ার রকে হ্যারিকেনের আলোয় তাসের আসর জমিয়েছিল। তাদেরও ধরল পুলিশ। তা নিয়ে কদিন খুব আলোচনা চলল পাড়ায়। এসবের মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ সবার বুকে কাঁপন ধরিয়ে বেজে উঠত সাইরেন। রাত আটটার সময় রেডিও সেট ঘিরে বসে পড়ত বাড়ির সবাই। স্থানীয় সংবাদ পড়তেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে দিল্লি থেকে ইথারে ভেসে আসত নীলিমা সান্যালের কণ্ঠস্বর। ওদের সঙ্গে আমরা চলে যেতাম বাংলাদেশের রণাঙ্গনে। কতোটা এগোল ভারতের সেনারা অধীর আগ্রহে জানতে চাইতাম আমরা। রেডিও ঘিরে গোল হয়ে বসে সবাই প্রার্থনা করতাম , ঠাকুর এই যুদ্ধে যেন আমরা জিতে আসতে পারি। দেবদুলালের খবর পড়া শেষ হলে আমার ঠাকুমা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। কার উদ্দেশ্যে কে জানে। তারপর একদিন হঠাৎ পাশের বাড়ির জানালা খুলে একজন বলে উঠল , আমরা জিতে গেছি। সেদিন সমস্ত বাড়ির জানালা হাট করে খুলে গেল। অন্ধকার দূর করে সন্ধেবেলা স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠল। পাড়ার মোড়ে আবার ছেলে বুড়োরা আড্ডা জমালো। আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আমাদের এই শহরে।"

পুলিশকে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মানবিক থাকার আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.): করোনার জন্য লকদাউনের আবহে যদি কেউ রাস্তায় বেরোই তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পুলিশ অহেতুক লাঠিচার্জ করেছে সাধারন মানুষের উপর। এই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে হাওড়ায় নিজের সন্তানের জন্য দুধ আনতে যাচ্ছেন এমন যুবককে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এসব অভিযোগে পাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর এই শুক্রবার নবান্নে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, 'কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। মানুষের সমস্যা হলে মানবিক হতে হবে। মানবিকভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

ইতিমধ্যেই পুলিশের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ তার কাছে এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরমধ্যে ৭-৮ জন পুলিশকে ক্লোজ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশদের এদিন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গেলে তাদের আটকানো যাবে না। ওষুধ খাবার দুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস যদি কেউ কিনতে যায় সে ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন বুঝে তারপর সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হবে।

তবে এদিন কলকাতা পুলিশের প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, লকডাউন চলাকালীন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও, পুলিশের মানবিক মুখ উঠে এসেছে। কোথাও প্রসূতিকে নিজেদের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হোক বা কোথাও কিশোরকে রক্ত দেওয়া সবেতেই মানবিক রূপ দেখা গেছে কলকাতা পুলিশের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কঠিন হাতে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বারবার মানবিক থাকার আবেদন করেছেন পুলিশ আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত, বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হোম ডেলিভারি এবং সবজি বিক্রেতা যারা এক জেলা থেকে আরেক জায়গায় এই সমস্ত পণ্য নিয়ে আসছে তাদের কোন ভাবেই আটকাতে পারবে না পুলিশ। এমনকি রাজ্যজুড়ে একটি পাস ইস্যু করা হবে কোন ব্যক্তি যদি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে যান তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সেই পাস দেওয়া হবে। যাকে এই পাস দেওয়া হবে তাকে কোনভাবেই রাস্তায় আটকাতে পারবে না রাজ্যের কোনও জেলার পুলিশ। গোটা রাজ্যে ওই একটি পাসেই কাজ হবে।

ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না, পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.): করোনার জন্য লকদাউনের আবহে যদি কেউ রাস্তায় বেরোই তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পুলিশ অহেতুক লাঠিচার্জ করেছে সাধারন মানুষের উপর। এই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে হাওড়ায় নিজের সন্তানের জন্য দুধ আনতে যাচ্ছেন এমন যুবককে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এসব অভিযোগে পাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর এই শুক্রবার নবান্নে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, 'কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। মানুষের সমস্যা হলে মানবিক হতে হবে। মানবিকভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

ইতিমধ্যেই পুলিশের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ তার কাছে এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরমধ্যে ৭-৮ জন পুলিশকে ক্লোজ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশদের এদিন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গেলে তাদের আটকানো যাবে না। ওষুধ খাবার দুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস যদি কেউ কিনতে যায় সে ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন বুঝে তারপর সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হবে।

তবে এদিন কলকাতা পুলিশের প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, লকডাউন চলাকালীন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও, পুলিশের মানবিক মুখ উঠে এসেছে। কোথাও প্রসূতিকে নিজেদের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হোক বা কোথাও কিশোরকে রক্ত দেওয়া সবেতেই মানবিক রূপ দেখা গেছে কলকাতা পুলিশের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কঠিন হাতে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বারবার মানবিক থাকার আবেদন করেছেন পুলিশ আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত, বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হোম ডেলিভারি এবং সবজি বিক্রেতা যারা এক জেলা থেকে আরেক জায়গায় এই সমস্ত পণ্য নিয়ে আসছে তাদের কোন ভাবেই আটকাতে পারবে না পুলিশ। এমনকি রাজ্যজুড়ে একটি পাস ইস্যু করা হবে কোন ব্যক্তি যদি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে যান তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সেই পাস দেওয়া হবে। যাকে এই পাস দেওয়া হবে তাকে কোনভাবেই রাস্তায় আটকাতে পারবে না রাজ্যের কোনও জেলার পুলিশ। গোটা রাজ্যে ওই একটি পাসেই কাজ হবে।

করোনার আবহে 'দিদিকে বলো'-তে সুবিচার চাইল গৃহমালিক সমিতি

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : করোনা নিয়ে গৃহমালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় তাঁদের তরফে সাংগাঠনিকভাবে 'দিদিকে বলো'-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

শুক্রবার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ হাউস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক সুকুমার রক্ষিত 'দিদিকে বলো'-তে লিখেছেন, "সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, করোনা সংক্রমণের সঙ্গে যাঁরা জীবনপণ করে লড়ছেন সেই চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীদের নাকি কয়কজন সুযোগসন্ধানী বাড়িওয়ালারা উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। যদি এ রকম কিছু ঘটে থাকে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এভাবে আইনত ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করা যায় না। তাঁকে অন্তত একমাসের আগাম নোটিশ দিতে হয়। যদি বিপদাপন্ন কোনও চিকিৎসাকর্মী চান, আমরা নিখরচায় সমস্ত আইনি সাহায্য দিতে প্রস্তুত। তবে, আমরা এটাও লক্ষ্য করছি মিডিয়ার একাংশ এই নিয়ে শোরগোল তুললেও কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ দেখাতে পারছে না। কোথাও কোনও এফআইআর হয়েছে কিনা কেউ জানে না। যতক্ষন না সুনির্দিষ্ট ঘটনা সামনে আসছে আমরা এটিকে ভিত্তিহীন অভিযোগ হিসাবে ধরে নিচ্ছি।

এ ধরণের অভিযোগ তোলার পিছনে ঘৃণ্য চক্রান্ত থাকাও অসম্ভব নয়। তার কারণ ১) বহু চিকিৎসক - চিকিৎসাকর্মী ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের পুরনো উচ্ছেদের মামলা চলছে। করোনা জনিত পরিস্থিতির সুযোগে কেউ কেউ আইনি পথের বাইরে জোর করে ফয়সালা করার চেষ্টা করতে পারে।২) পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকা চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের কেউ কেউ এই সুযোগে চাপ সৃষ্টি করে ভাড়াটিয়া হিসাবে নথিভুক্ত হতে চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে বাড়িওয়ালারা যাতে অযথা সামাজিক নিন্দা বা পুলিশের হেনস্তার স্বীকার না হন সেদিকে প্রশাসনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ বড় কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে যেতে হচ্ছে। এই সময় সব ধরণের কুমতলবিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, দেশকে যদি সত্যই ভালবাসেন তাহলে অন্তত এখন এমন কোনও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না যাতে সমগ্র দেশবাসীর মিলিত লড়াই বিফল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত বেড়ে ৭২৪, সুস্থ হয়েছেন ৬৬ জন ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): ভারতে ফের কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল। শুক্রবার দুপুরে আক্রান্তের সংখ্যা ৭২৪-এ গিয়ে ঠেকেছে। সুস্থ হয়েছেন ৬৬ জন, মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৭-তে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭২৪-এ পৌঁছেছে। তাঁদের মধ্যে ৪৭ জন রোগী বিদেশি। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছেন ৬৬ জন। ইতিমধ্যেই ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর-এ আক্রান্ত একজন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, বিহারে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৭ জন, দিল্লিতে ৩৫ জন, গোয়ায় ৩ জন, গুজরাটে ৪২ জন, হরিয়ানায় ১৬ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩ জন, কর্ণাটকে ৫৫ জন, কেরলে ১২৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ২০ জন, মহারাষ্ট্রে ১২৭ জন, মণিপুরে একজন, মিজোরামে একজন, ওডিশায় দু''জন, পুদুচেরিতে একজন, পঞ্জাবে ৩৩ জন, রাজস্থানে ৩৯ জন, তামিলনাড়ুতে ২৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৫ জন, চন্ডীগড়ে ৭ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৩ জন, লাদাখে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৪০ জন, উত্তরাখন্ডে ৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন।

সংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি! প্রয়াত প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সতীশ গুজরাল

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল! প্রয়াত হলেন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সতীশ গুজরাল। বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লিতে জীবনাবসান হয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি সতীশ গুজরালের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। শুক্রবার আর্ট ওয়ার্ল ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন সতীশ গুজরাল। বৃহস্পতিবার রাতে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। ১৯৯৯ সালে পদ্মবিভূষণে ভূষিত সতীশ গুজরাল একজন স্থপতি ও চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি ম্যুরালিস্ট, পেইন্টার, আর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনার ছিলেন। কবিতা প্রেমীও ছিলেন সতীশ গুজরাল। দিল্লি হাইকোর্টের বিখ্যাত অ্যালফাবেট ম্যুরালটি গুজরালেরই তৈরি। এমনকি রাজধানীতে বেলজিয়ান এমব্যাসিও তাঁর ভাবনায় রূপ পেয়েছে। ১৯২৫ সালে অবিভক্ত পঞ্জাব প্রদেশের ঝেলুমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সতীশ গুজরাল। সতীশ গুজরালের দাদা ছিলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল। তাঁর স্ত্রী কিরণ, ছেলে মোহিত, পুত্রবধূ ফিরোজ এবং নাতি-নাতনিরা বর্তমান। ভারত-পাকিস্তান ভাগের সময়ে শিমলা চলে আসেন সতীশ। সেখানে থাকাকালীনই নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন চিত্রশিল্পী হিসেবে।

পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে দুঃস্থদের খাবার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, চিনে করোনাভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে ৩,২৯২

বেজিং, ২৭ মার্চ (হি.স.): পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হাতের নাগালে এলেও, মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ জন (৫৪ জন ইম্পোর্টেড)। হুবেই প্রদেশে আরও ৫ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৯২-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৩৪০। শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৯২-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৩৪০। স্বস্তির বিষয় হল, চিনে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭৪,৫০০ জন।

বিহারে করোনায় আক্রান্ত আরও দু''জন, সংক্রমিত বেড়ে ৯

পাটনা, ২৭ মার্চ (হি.স.): বিহারে আরও দু''জনের শরীরে ধরা পড়ল কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস। বিহারের সিওয়ান এবং নালন্দা জেলার বাসিন্দা দু''জনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। নতুন করে দু''জন সংক্রমিত হওয়ার পর বিহারে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৮।

পাটনার রাজেন্দ্র মেমোরিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস-এর পক্ষ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, বিহারে আরও দু''জনের শরীরে ধরা পড়েছে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাস। বিহারের সিওয়ান এবং নালন্দা জেলার বাসিন্দা দু'জনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। সিওয়ান জেলার বাসিন্দা সম্প্রতি দুবাই থেকে ফিরেছেন। নালন্দায় আক্রান্ত রোগীর বিদেশ যাওয়ার কোনও রেকর্ড নেই। নতুন করে দু'জন সংক্রমিত হওয়ার পর বিহারে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ৮।

গুয়াহাটিতে লকডাউনের মধ্য মসজিদে নামাজ আদায়ে গিয়ে শাস্তির মুখে পড়েছেন একাংশ

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সারা দেশকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৪ মার্চ ২১ দিন গোটা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের প্রায় সব মসজিদে আজ শুক্রবারের জুম্মার নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। অধিকাংশই তাঁদের বাড়িতে জুম্মার নামাজ আদায় করেছেন আজ। অথচ এই লকডাউনের মধ্যে গুয়াহাটিতে একাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী জীবনের চেয়ে ধর্মকে বড় করে দেখে ছুটে যান জুম্মার নামাজ আদায় করতে। তবে এর ফল ভোগও করতে হয়েছে কতিপয়কে।

মানুষের ভিড় ভাট্টা এড়াতে লকডাউনের সময় একমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া মন্দির-মসজিদ-গির্জা সমেত বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে যেতে প্রশাসনের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শুক্রবার ইসলাম ধর্মাবলম্বীয় বেশ কয়েকজন জুম্মার নামাজ আদায় করতে গুয়াহাটি ক্লাব এলাকায় বুড়া মসজিদে যান। বিষয়টি মহানগর পুলিশের নজরে আসে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার পর কয়েকজনকে পাকড়াও করে নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে হাঁটু মোড়ে বসিয়ে বেশ কয়েকজনকে শাস্তি দিয়েছে কর্তব্যরত পুলিশ। এছাড়াও বেশ কয়েকজনকে পুলিশ লাঠিপেটা করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ যখন গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখন একাংশ ধর্মান্ধের এই কর্মকাণ্ডে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

'ঘরে থাকুন', করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাতর আহ্বান, গুয়াহাটিতে মুদি ও ওষুধ ছাড়া সব দোকানপাট বাজার বন্ধের কড়া নির্দেশ

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গত মঙ্গলবার থেকে গোটা দেশ লকডাউনের আওতায়। এ থেকে বাদ নয় অসমও। লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের জনতাকে ঘরবন্দি থাকার কথা। তবে নাগরিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে গুয়াহাটি মহানগরে গতকাল সময় বেঁধে দিয়ে বাজার করার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল প্রশাসন। কিন্তু আজ গুয়াহাটি-সহ রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে বিপরীত চিত্র। এই সব বিপরীত চিত্র দেখে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ভিডিও বার্তা ছড়িয়ে করজোড়ে সংকটকালে নিজেদের গৃহবন্দি করে রাখার আহ্বান জানান। তাছাড়া তৎকালীনভাবে বলবৎ করতে গোটা রাজ্যের সব বাজারহাট বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে মুখ্যসচিবকে জরুরি নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে শুক্রবার নানা বাজারে ক্রেতা-জনতার ঢল নামে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে রাজ্যের সব জেলাশাসককে নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। মুখ্যসচিবের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গোটা অসমের মুদি দোকান ও ওষুধের দোকান ছাড়া সব ধরনের বাজারহাট তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে। মুদি দোকানের স্বত্বাধিকারীরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি শাক-সবজি, ফলমূল, আদা, ডিম, এবং পানীয় জল বিক্রি করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে শাক-সবজি বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে জেলাশাসকদের বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মুখ্যসচিব প্রেরিত নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে। ১ এপ্রিল এ ব্যাপারে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী নির্দেশিকা জারি করা হবে।

নির্দেশিকায় কামরূপ মহানগর জেলার খুচরো মুদি দোকানগুলিকে প্রতিদিন সকাল নয়টা (৯:০০) থেকে সন্ধ্যা ছয়টা (৬:০০) পর্যন্ত খোলা রাখার কথা বলেছেন মুখ্যসচিব। এছাড়া অন্য জেলায় স্থানীয় সুবিধা অনুযায়ী মুদি দোকান খোলা ও বন্ধের ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা ব্যবস্থা নেবেন। সেই সঙ্গে ইতিপূর্বে জারিকৃত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করতে গ্রাহকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তিনিও। অন্যথা ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ। অন্যদিকে যে কোনও ধরনের সহায়তার জন্য রাজ্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ১০৭০, ১০৭৯, ৯৪০১০ ৪৪৬১৭ এবং ০৩৬১ ২২৩৭২১৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেছেন মুখ্যসচিব।

প্রসঙ্গত গতকাল জেলা প্রশাসনর বেঁধে দেওয়া সময়ে মুদি দোকানের পাশাপাশি নানা বাজারে শাক-সবজির পসরা নিয়ে বসেন বিক্রেতারা। সে সব বাজারে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন সবজি, মাছ কিনতে গ্রাহকদের মধ্যে ঠেলাধাক্কার সৃষ্টি হয়। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করে জনসাধারণকে রক্ষা করতে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আতঙ্কিত সকলেই। এমতাবস্থায় সরকারি বিধি উপেক্ষা করে নিজের জীবন তো বটেই আশপাশে

ছয়ের পাতায়

বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সতীশ গুজরাল শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সতীশ গুজরালজি, সৃজনশীলতার পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে প্রসংশিতও হয়েছিলেন তিনি। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও স্থপতি সতীশ গুজরালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লিতে জীবনাবসান হয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি সতীশ গুজরালের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। শুক্রবার আর্ট ওয়ার্ল ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন সতীশ গুজরাল। বৃহস্পতিবার রাতে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

১৯৯৯ সালে পদ্মবিভূষণে ভূষিত সতীশ গুজরাল একজন স্থপতি ও চিত্রশিল্পীর পাশাপাশি ম্যুরালিস্ট, পেইন্টার, আর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনার ছিলেন। কবিতা প্রেমীও ছিলেন সতীশ গুজরাল। সতীশ গুজরালের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, ''বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সতীশ গুজরালজি, সৃজনশীলতার পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে প্রসংশিতও হয়েছিলেন তিনি। গুজরালের বৌদ্ধিক তৃষ্ণা তাঁকে দূর-দূরান্তে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে মনঃক্ষুন্ন। ওম শান্তি।''

কোভিড-১৯ : আরও ৫ জন আক্রান্ত, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ১৩০

মুম্বই, ২৭ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৫ জন। নতুন করে ৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩০-এ পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৩ জন মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার বাসিন্দা, বাকি দু''জন কোলহাপুর এবং পুণে-র বাসিন্দা। মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৩০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সাংলি জেলায় মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ জন। বাকি দু''জন কোলহাপুর এবং পুণে-র বাসিন্দা। প্রত্যেককেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

ভারতে বাড়ছে মৃত্যু রাজস্থানে মৃত করোনা সংক্রমিত রোগী

জয়পুর, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণে দেশে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেই চলেছে। কোভিড-১৯ মারণ, এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের মৃত্যু ভারতে। এবার রাজস্থানের ভিলওয়ারায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। করোনাভাইরাস আক্রান্ত ছাড়াও, কিডনি এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালের প্রিন্সিপাল রাজন নন্দা জানিয়েছেন, রাজস্থানের ভিলওয়ারায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি কিডনি এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর ভারতে করোনায় মৃতের সংখ্যা ১৭-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর তুলনায় সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

করোনা-বিপর্যয় : অসমের সরকারি কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন থেকে কাটা হবে ১০-২০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ (হি.স.) : মহামারি করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় তহবিল গড়তে অসমের সরকারি কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন থেকে ১০-২০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে। তবে আগামী অর্থ বছরে এই টাকা ৪.৫ শতাংশ সুদ-সহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। জানিয়েছেন অর্থ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি একে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে অসম সরকার কর্মচারীদের বেতন থেকে কিছু টাকা কেটে নিয়ে তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য কর্মচারী পরিষদের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, ৪.৫ শতাংশ সুদ-সহ মূল টাকা আগামী অর্থ বর্ষে ফিরিয়ে দেওয়া হবে কর্মচারীদের।

অর্থ মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্তকে কর্মচারী পরিষদ স্বাগত জানিয়েছে বলে জানিয়ে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, অসম সরকার করোনা ভাইরাস-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্মীয়মাণ পাঁচটি আইসিইউ-যুক্ত অস্থায়ী হাসপাতালের জন্য কর্মচারী পরিষদ অনুদান দেবে।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, এ পর্যন্ত অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনও লোক ধরা পরেননি যদিও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তা ক্রমশ গুরুতর রূপ ধারণ করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর এবং মিজোরাম-সহ দেশে এখন পর্যন্ত ৭৯৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত আরও ৫ জন, মোট সংখ্যা ১৫

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত আরও পাঁচ। ফলেএক ধাক্কায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫। শুক্রবার একই পরিবারের পাঁচজনের নমুনা পরীক্ষা করা হলে তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।যা যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছে এক নয় মাসের এবং এক ছয় বছরের শিশুও। রয়েছে এক ১১ বছরের কিশোরও। এছাড়া ২৭ বছরের এক তরুণী এবং ৪৫ বছরের এক মহিলা আক্রান্ত হয়েছে।

জানা গিয়েছে এই পরিবার গত কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে গিয়েছিল। জানা যাচ্ছে, দিল্লিতে লন্ডন ফেরত একজনের সংস্পর্শে আসে এই পরিবার। সেখান থেকেই সংক্রমণ ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিমানে কলকাতা ফিরেছেন এই পরিবার। কলকাতায় ফিরে ওই পরিবারের সদস্যরা কোথায় গিয়েছিলেন, কাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। শুধু তাই নয়, ফেরার সময় কাদের সংস্পর্শে এসেছে এই পরিবার সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এই ঘটনাটি।

জানা যাচ্ছে, এই পরিবার নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা। গত কয়েকদিন আগে তেহট্টে ফেরে তাঁরা। সেখান থেকে ফেরার পরেই হোম আইসোলেশনে রাখা হয়। কিন্তু সেটা মানা হয়েছে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে তেহট্টের জেলাশাসককে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিবার সেখানে কার কার সঙ্গে সঙ্গে মিশেছে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

লকডাউনের জের, পরিবহনমন্ত্রীর নির্দেশেদুর্গাপুরে আটকে থাকা শ্রমিকদের মুর্শিদাবাদে ফেরালো এসবিএসটিসি

দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের জের শিল্পশহরে আটকে থাকা নির্মাণ শ্রমিকদের ভোগান্তি। রোজগার বন্ধে প্রায় ৪০০ শ্রমিক বিপাকে। খবর পেয়ে পরিবহনমন্ত্রী শ্রমিকদের নিজের জেলায় ফেরানোর ব্যাবস্থা করল। শুক্রবার দক্ষিনবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার(এসবিএসটিসি) পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর থেকে অতিরিক্ত ৭ টি বাস ছাড়ল শ্রমিকদের নিয়ে। বাড়ি ফেরার বাস পেয়ে খুশী নির্মাণ শ্রমিকরা। উল্লেখ্য, শিল্পশহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নির্মাণ কাজে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর থেকে প্রচুর শ্রমিক কর্মরত ছিল। সাম্প্রতি করোনা রুখতে লকডাউন ঘোষনায় বিপাকে পড়ে ওইসব শ্রমিকরা। মূলত রাজমিস্ত্রী ও তাদের সহযোগী হিসাবে কাজে ছিল। গোটা শহরজুড়ে প্রায় ৪০০ শ্রমিক ছিল। গত কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকায় রুজিতে টান পড়ে। ফলে চরম আর্থিক সঙ্কটের পাশাপাশি খাদ্য সঙ্কটে পড়ে। ফলে শ্রমিকরা যেমন সমস্যায় পড়ে, তেমনই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তাদের পরিবার।

দুর্ভোগের কবলে পড়া মুর্শিদাবাদের আজিবুল শেখ ও আনিসুর রহমান প্রমুখ রাজমিস্ত্রীরা বলেন,' আমরা ঠিকাদারের কাছে হাজিরা ভিত্তিক কাজ করি। লকডাউন থাকায় রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দোকান বাজারে কালোবাজারির জন্য খাদ্য সামগ্রী''র দাম অগ্নিমুল্য। অনেকেই দুবেলা খেতে পাচ্ছিলাম না। এছাড়াও পরিবারের লোকজন আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে।' শেষ পর্যন্ত স্থানীয় কাউন্সিলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রমিকরা। কয়েকজন কাউন্সিলার রাজ্য পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারিকর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এবং গোটা পরিস্থিতি অবগত করানো হয়।

দুর্গাপুরের কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি জানান,' পরিবহনমন্ত্রীকে সার্বিক বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়। সেইমত শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর বাসের ব্যাবস্থা করার জন্য এসবিএসটিসিকে নির্দেশ দেন পরিবহন মন্ত্রী।' দুর্গাপুরে এসবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ এদিন ৭ টি অতিরিক্ত বাসের অনুমোদন দেয়। যার মধ্যে একটি দুর্গাপুর সিটি সেন্টার থেকে গুসকার হয়ে বর্ধমান। এবং ৬ টি বাস মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর। এদিন এসবিএসটিসির সদর দফতর থেকে বাসগুলি আটকে পড়া শ্রমিকদের নিয়ে রওনা দেয়। এসবিএসটিসির এমডি গোদালা কিরন কুমার জানান,' রাজ্যজুড়ে এসবিএসটিসির মোট ৬৩ টি বাস নামানো হয়েছে বিভিন্ন রুটে।

এখনও আশঙ্কা জনক করোনা আক্রান্ত প্রৌঢ়

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি স): দেশে লাফিয়ে বাড়ছে করো না আক্রান্তের সংখ্যা। মধ্যে কলকাতায় মরণকামড় বসিয়েছে কলকাতা করোনা।করোনা আতঙ্কের মাঝেই ফের আতঙ্ক। এখনও আশঙ্কাজনক করোনায় আক্রান্ত দশম প্রৌঢ়।পিয়ারলেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬৬ বছর বয়সী ওই প্রৌঢ়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে আশঙ্কাজনক প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থা।প্রৌঢ়ের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কম। তাই ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসার ভাবনা চালাচ্ছে চিকিৎসকরা। ২৩ মার্চ শ্বাসকষ্ট ও কাশি নিয়ে তিনি পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি হন।তবে তার বিদেশ যাওয়ার কোনও রেকর্ড নেই বলেই জানা যাচ্ছে।পরিবার সূত্রে খবর, ওই প্রৌঢ় মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে বিদেশ ফেরত কিছু লোকের সংস্পর্শে আসেন তিনি।ওই বিয়েবাড়িতে বিদেশ ফেরত কারা এসেছিলেন, সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে প্রশাসন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।ষ তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

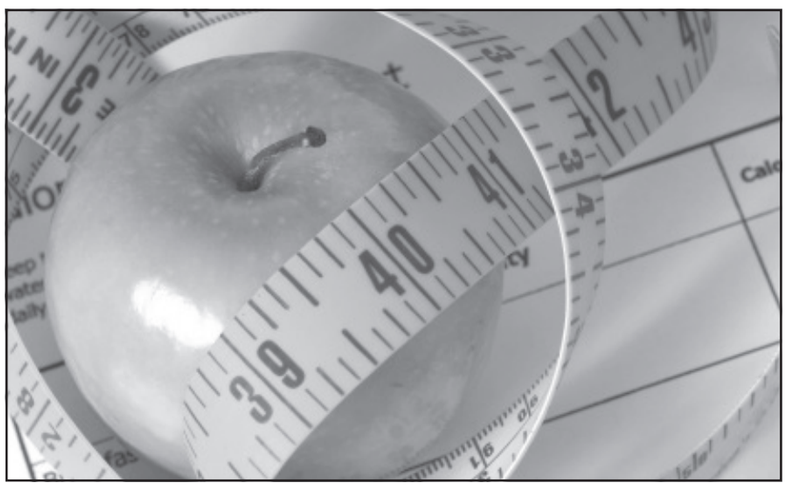

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন।

পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

শুক্রবার সচিবালয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য সচিব সহ চিকিৎসকরা।

লকডাউনের জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ঝাড়গ্রামের করোলা চাষীরা

ঝাড়গ্রাম, ২৭ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার করলার চাষীরা। আর এই লকডাউনের সুযোগের সুবিধা নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত কম দামে করলা কিনছেন কৃষকদের কাছ থেকে।

কৃষকদের অভিযোগ বাজারে যা দাম তার অর্ধেকেরও কম দাম দিচ্ছেন কৃষকদের। ফলে করলা চাষের জন্য যে পরিমান টাকা খরচ করেছেন সেই টাকা তুলতে পারছে না।কৃষকেরা। যার ফলে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। বর্তমানে ব্যাপক ক্ষতির মুখে চলছে কৃষকেরা। যেখানে লক ডাউনে সবজি, থেকে শুরু করে জরুরি খাদ্য সামগ্রী মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে ছাড় দিতে বলেছেন। সেখানে ভিন রাজ্য থেকে করলা ব্যবসায়ীরা আর করলা নিতে আসছেন না। আর তাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা।

জানা গিয়েছে লকডাউনের আগে পর্যন্ত প্রতি কেজি করলার দাম ছিল ২০ থেকে ২২ টাকা। আর লকডাউনের পর থেকে প্রতি কেজি করলার দাম ৪ টাকা থেকে ৬ টাকা। তাই এই অবস্থায় কি করবেন ভেবে পারছেন না কৃষকেরা। বড়শোল গ্রামের কৃষক সুভাষ মাহাত, জগদীশ মাহাত, সঞ্জয় মাহাত, নিখিল মাহাতরা এক যোগে বলেন, ' আগে ভিন রাজ্য থেকে করলা কেনার জন্য এখানে আসেন প্রতিবছর। তাই করলার দাম থাকে ২০ থেকে ২৫ টাকা। হোলির পর থেকে এই দম উঠেছিল করলার। কিন্তু লক ডাউনের পর থেকেই দম একেবারেই কম গিয়েছে। যেটাকা খরচ হয়েছে তাও উঠবে না। বর্তমানে কৃষকদের এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছেন করলা ব্যবসায়ীরা।

আগামী দিনে কিভাবে চাষ করবো তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কালোবাজারী করা চলবে না। তা সত্ত্বেও এই অবস্থা চলছে।' কৃষকদের অভিযোগ এমনিতেই এবছর অকাল বর্ষন আর ঘুর্ণাবর্তের জেরে করলা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী ব্লক এলাকার বেশির ভাগ জায়গায় করলা চাষ করেন কৃষেকরা। এবছর কম বৃষ্টিপাতের ফলে বেশিরভাগ কৃষকেই খুব বেশি ধান চাষ করতে পারেননি চাষীরা। তাই বেশির ভাগ জমিন পতিত পড়ে ছিল। যেহেতু ধান চাষ হয়নি তাই অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বেশি পরিমানে করলা চাষ করেছেন। জেলা কৃষি দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে এবছর গোটা ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে ৬২৩০ হেক্টর জমিতে করলা ও শীতকালীন সবজি চাষ হয়েছে। জেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে আগে কৃষকেরা এই সময় কি দাম পেতেন আর এখন কি দাম পাচ্ছেন তা বিস্তারিতভাবে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েশা রানী বলেন, 'উনাদের কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে তা লিখিত ভাবে আমাদের কন্টোল রুমে জানালে আমরা ব্যাবস্থা নেবো।

করোনা-র আতঙ্ক নেই হাফলং-মাইবাঙে! দেদার বাজারহাটে ঘোরাঘুরি করছেন মানুষ

হাফলং, মাইবাং (অসম), ২৭ মার্চ (হি.স.) : করোনা কী, কেন-ই-বা লকডাউন জারি করা হয়েছে তার কিছুই জানেন না, বা জেনেও বেপরোয়া ডিমা হাসাও জেলা সদর এবং মহকুমা সদর মাইবাং শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ। অথচ পাহাড়ি এই জেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন মুনথাংজাও, বৌলমৌল, হুংভেং প্রভৃতি গ্রামের প্রবেশপথে বাঁশের ব্যারিকেড গড়ে রাস্তা বন্ধ করে বহিরাগত মানুষের প্রবেশ পুরোপুরি নিষেধ করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পশ্চাদপদ বাসিন্দারা।

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গোটা দেশে লকডাউন বিধি বলবৎ হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে লকডাউন জারি করে জনতাকে তাঁদের ঘর থেকে কোনও অবস্থায় বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞা কানে তোলার প্রয়োজনই মনে করছেন না মাইবাং ও হাফলং শহরের অধিকাংশ নাগরিক।

ভারতে দ্রুতগতিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এমতাবস্থায় এই সংক্রমণ রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্যর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালও রাজপথে নেমে মানুষকে এই রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়ে ঘরে ঢুকে নিরাপদে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দফতর মহামারি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সজাগতা অভিযান চালিয়েছে। এর পরও ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষ সজাগ হচ্ছে না তা-ই বড় বিস্ময়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার আবেদন জানানো হচ্ছে, লকডাউনের বিধি অনুযায়ী নিতান্ত বিনা কাজে কেউ যেন তাঁদের ঘর থেকে বের না হন। কিন্তু তার পরও সাধারণ মানুষ এ সব কানে তুলছেন না। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে, মানুষ ব্যাপক হারে ঘর থেকে বেরিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই বাজার হাট করছেন। শুক্রবার সকালে মাইবাং বাজার এবং হাফলং শহরেও এমন দৃশ্য দেখা গেছে। কিন্তু সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন কেবল সচেতনতা সম্পর্কিত প্রচার চালিয়ে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। ব্যাপক হারে মানুষ ঘরের বাইরে দেখেও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশের সামনেই ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে মানুষ শহরে দেদার ঘোরাফেরা করছেন। কিন্তু পুলিশ ঠুটো জগন্নাথের মতো পায়চারি করছে দেখে তাদের ভূমিকায় সচেতন নাগরিকরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

"আমার কিন্তু লকডাউন বলতে গেলে আট দিন আগেই' ঃ ভরত কল

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): সরকারিভাবে লকডাউন চালু হয়েছে দু'দিন হল। আমার কিন্তু লকডাউন বলতে গেলে আট দিন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। কেমন কাটছে দিন প্রশ্নের উত্তরে এভাবেই শুরু করলেন ছোটপর্দা ও বড় পর্দার অত্যন্ত পরিচিত মুখ ভরত কল। বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ১৮ তারিখ শুটিংয়ে গিয়েছিলাম। শেষ হল ১৯ তারিখে। আর তার পরে চালু হয়ে গেল ছবিপাড়ার মানে টলিউডের লকডাউন। এর পর থেকে আর বাড়ির বাইরে প্রায় বারই হচ্ছি না। প্রায় কথাটা বলছি একারণে, একবার শুধু গিয়েছিলাম উডল্যান্ডসে শারীরিক পরীক্ষার জন্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের ঢিলছোঁড়া দূরত্বে 'নেচার্স নেস্ট' নামে ৪৮টি ফ্ল্যাটের একটি আবাসনের একটিতে ভরতবাবু থাকেন সপরিবারে। মায়ের সুবাদে শরীরে বইছে কাশ্মীরী রক্ত। জন্ম কলকাতায় হলেও স্নাতক স্তরের কিছুটা সময় কেটেছে কাশ্মীরে। স্কুল ছিল সেন্ট থমাস, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এ রকম পরিস্থিতি কখনও দেখেননি।

এই পরিস্থিতি কীভাবে বদলে দিয়েছে আপনার দিনলিপি? অভিনেতার জবাব, "সকালে ঘুম ভাঙতে প্রায় নয়টা বেজে যায়। তার পর আমার অফিস, শুটিং, আড্ডা এ সব করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অন্তত ন'টা। আর ঘুমোতে ঘুমোতে তিনটে। কিন্তু এখন একটা যেন ছন্দ পতন হয়ে গেল। সারাদিনই বাড়িতে।"

বই পড়ছেন? ভরতবাবুর জবাব, "একটা সময় প্রচুর বই পড়তাম। বলা যেতে পারে গোগ্রাসে গিলতাম। এখন পড়ার অভ্যাস অনেকটাই চলে গিয়েছে। কিন্তু আমার দিদি বইয়ে ভাল অ্যাপ পাঠিয়েছে। ওখান থেকে একটু একটু পড়ছি। অনেক অভিনেতার মতো আমিও গত বছর দুই ধরে অনেকটাই সময় কাটাচ্ছি 'নেটফ্লিক্স', 'হইচই', 'আড্ডাটাইমস' প্রভৃতিতে। 'অ্যামাজন' থেকে ডাউনলোড করা একটা ওয়েব সিরিজ এখন দেখছি। স্পেনের একটা অসম্ভব সুন্দর সিরিয়াল 'মানি হাইস্ট'। কিভাবে একটা টাঁকশাল একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতি হাইজ্যাক করল, তার রোমহর্ষক বর্ণনা।

লকডাউনে ঘরবন্দী থাকায় পরিবারকে কতটা সময় দিতে পারছেন? ভরতবাবুর জবাব, "এটা মূলত স্ত্রী জয়শ্রীর হেফাজতে। ও-ও অভিনেত্রী। বছর চারের কন্যা আর্যা ওদের বাড়তি সঙ্গ সুযোগ পাচ্ছি। ফ্ল্যাটে আছেন আমার শ্বশুর-শাশুড়ি।"

কোন জিনিসটা বেশি মিস করছেন লকডাউনে? চটজলদি উত্তর "আড্ডাটা। আমি সুরিন্দর ফিল্মসের প্রোডাকশন এর বিভিন্ন কাজ দেখি। সেখানে এবং কখনো লীনার (গঙ্গোপাধ্যায়ের) ফ্ল্যাটে, কখনও আমার বাড়িতে, কখনও অন্যত্র আড্ডার আসর বসে। তাতে শৈবাল ব্যানার্জি, লীনার ছেলে অর্ক এরাও থাকে। দোলে আমরা গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। ওখানে জনপ্রিয় সিরিয়াল 'শ্রীময়ী' এবং 'মোহর'-এর শুটিং হয়েছে। ব্যাস, তারপর যা অবস্থা তৈরি হল! আড্ডাটা প্রায় মাথায় উঠে গিয়েছে। এখন কথাবার্তা যা বলার, সবই ফোনে।

কোনও চিন্তা হচ্ছে না? ভরতবাবুর জবাব "হচ্ছে তো বটেই! আমার বাবার একটা কারখানা ছিল প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড। পরবর্তীকালে সেখানে একটা স্টুডিও করি। ২০০৫-এ অসুস্থ হয়ে পড়ি। তারপর ওই জমিটা একটি নামী আবাসন সংস্থাকে হস্তান্তর করে দিয়েছিলাম। এখন খুব বেশি দৌড়োদৌড়ি করতে চাইনা। ফিল্মের কাজ, আড্ডা, ছবি দেখা, পরিবার এসবের মধ্যেই জীবনটা গুটিয়ে নিতে চাই। কিন্তু যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, খুব চিন্তার! করোনা-ভাইরাসের প্রতিক্রিয়াটা যে বিভিন্ন স্তরে কিভাবে পড়বে, ভাবতেও পারছিনা!

সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের পাক হামলা, যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ২৭ মার্চ (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে গোলাগুলি বর্ষণ। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১১.৪৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনী। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে গুলির লড়াই। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ইতালিতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮,১৬৫, ধীরে ধীরে কমছে সংক্রমণ

রোম, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনার ত্রাসে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ইতিমধ্যেই করোনায় মৃতের সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার। আর আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৩১,৮০০ ছুঁয়েছে। এর মধ্যে ইতালিতেই মৃত্যু হয়েছে ৮,১৬৫ জন মানুষের। ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৫৩৯ জন, সুস্থ হয়েছেন ১০,৩৬১ জন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী, ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যু হয়েছে ৮,১৬৫ জনের। যদিও, বিগত চার-দিন ধরে সংক্রমণ কমেছে। ইতালিতে বর্তমানে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ৮০,৫৩৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ১০,৩৬১ জন।

ক্ষমতার অপব্যবহার করা যাবে না, পুলিশকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.): করোনার জন্য লকডাউনের আবহে যদি কেউ রাস্তায় বেরোই তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পুলিশ অহেতুক লাঠিচার্জ করেছে সাধারন মানুষের উপর। এই অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে হাওড়ায় নিজের সন্তানের জন্য দুধ আনতে যাচ্ছেন এমন যুবককে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে পুলিশের তরফে। এসব অভিযোগে পাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর এই শুক্রবার নবান্নে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, 'কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। মানুষের সমস্যা হলে মানবিক হতে হবে। মানবিকভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

ইতিমধ্যেই পুলিশের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ তার কাছে এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এরমধ্যে ৭-৮ জন পুলিশকে ক্লোজ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশদের এদিন তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গেলে তাদের আটকানো যাবে না। ওষুধ খাবার দুধ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস যদি কেউ কিনতে যায় সে ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন বুঝে তারপর সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হবে।

তবে এদিন কলকাতা পুলিশের প্রশংসাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, লকডাউন চলাকালীন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও, পুলিশের মানবিক মুখ উঠে এসেছে। কোথাও প্রসূতিকে নিজেদের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হোক বা কোথাও কিশোরকে রক্ত দেওয়া সবেতেই মানবিক রূপ দেখা গেছে কলকাতা পুলিশের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কঠিন হাতে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বারবার মানবিক থাকার আবেদন করেছেন পুলিশ আধিকারিকদের।

প্রসঙ্গত, বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হোম ডেলিভারি এবং সবজি বিক্রেতা যারা এক জেলা থেকে আরেক জায়গায় এই সমস্ত পণ্য নিয়ে আসছে তাদের কোন ভাবেই আটকাতে পারবে না পুলিশ। এমনকি রাজ্যজুড়ে একটি পাস ইস্যু করা হবে কোন ব্যক্তি যদি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে যান তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সেই পাস দেওয়া হবে। যাকে এই পাস দেওয়া হবে তাকে কোনভাবেই রাস্তায় আটকাতে পারবে না রাজ্যের কোনও জেলার পুলিশ। গোটা রাজ্যে ওই একটি পাসেই কাজ হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করলে লাগবে না আয় কর

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সঙ্গে যুক্ত করা হলো আপৎকালীন তহবিলকে।শুক্রবার নবান্নে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সেই তহবিলে অনুদান দিতে শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তৃণমূলের সংসদের সদস্য ডেরেক ও ব্রায়েন এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন সেই তহবিলে। এদিকে বাম বিধায়কদের তহবিল থেকেও ১০লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। অনুদান দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফেও। কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান দিয়েছেন নিজের এক মাসের বেতন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ত্রাণ তহবিলে অনেকেই অনুদান দিচ্ছেন। বুধবার সেই তহবিলে ১ কোটি টাকা দিল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। করোনা মোকাবিলায় সাংসদ তহবিল থেকেও অর্থ বরাদ্দ করেছেন একাধিক সাংসদ। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বুধবার সেই তহবিলে অনুদান দিলেন বিরোধী শিবিরের কয়েকজন নেতা-নেত্রীও। ১ কোটি টাকা দিলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। সাংসদ তহবিল থেকে ১ কোটি টাকা দিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকারও। ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন বিজেপির সাংসদ এস এস অহলুওয়ালিয়া। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে ১ কোটি টাকা দিলেন বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর।

মুখ্যমন্ত্রীর জানিয়েছিলেন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু খুব খারাপ তাই এর মধ্যে থেকেই রাজ্যকে করোনা মোকাবিলার জন্য খরচ করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রবাসীদের তিনি ওই তহবিলে সাহায্য করার আবেদন জানান। এবার সেই আপৎকালীন ত্রাণ তহবিলকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সঙ্গে যুক্ত করা হল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'এই ত্রাণ তহবিলে টাকা দিতে গেলে আয় কর ছাড় দেওয়া হবে।' এছাড়াও এদিন তিনি বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

একইসঙ্গে দিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের টাস্কফোর্স জেলাশাসক মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং দিনে একাধিকবার বৈঠক করছে করোনা মোকাবিলার জন্য। রাজ্যের কন্ট্রোল রুম এবং হেল্পলাইন নম্বর ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকছে। তাই কখনও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিব ও হেল্পলাইন নম্বর গুলিতে সমস্যার কথা জানাতে বলেন। অন্যদিকে এদিন তিনি ধর্মীয় স্থান এর কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ জানান সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় স্থান গুলি বন্ধ রাখার জন্য। পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে জানান, রাজ্য বাজার খোলা আছে। তবে আরও কিছুদিন এভাবে চলতে হবে। কেন্দ্র ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছে দেশে। এদিকে রাজ্যে লকডাউন এর সময়সীমা ৩১ তারিখ পর্যন্ত। আগামী ৩০ তারিখ এক পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে আলোচনার পর অবস্থা খতিয়ে দেখে লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে এদিন ইঙ্গিত দেন তিনি।

কোভিড-১৯ : আরও ১০ জন আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ১৩৫

মুম্বই, ২৭ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০। নতুন করে ১০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৫-এ পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ১০ জনের মধ্যে ৩ জন মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার বাসিন্দা, দু'জন কোলহাপুর এবং পুণে-র বাসিন্দা, ৪ জন আক্রান্ত নাগপুরে এবং গোণ্ডিয়ায় একজন সংক্রমিত।

মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১৩৫ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সাংলি জেলায় মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ জন। দু'জন কোলহাপুর এবং পুণে-র বাসিন্দা। নাগপুরে আক্রান্ত ৪ জন এবং গোণ্ডিয়ায় একজন সংক্রমিত। প্রত্যেককেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না, সমানে টার্গেট করা হচ্ছে : অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : আমার সাথে কেউ কথা বলে না। আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। সমানে টার্গেট করা হচ্ছে। এই মন্তব্য করে ইউটিউবে কেঁদে ফেলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। ইউটিউবে শুক্রবার সকালে শ্রীলেখা বলেন, 'হাই', 'মর্নিং' এসব বলবেন না। খুব চাপে আছি। নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে তবেই করবেন। আমরা সবাই প্রায় এক ধরনের একটি স্বেচ্ছানির্বাসনে আছি। খুব অসুবিধে হচ্ছে। হতে পারে আমি ওভার সেনসেটিভ। হতে পারে আমি বাড়াবাড়ি করছি। শ্রীলেখা বলেন, গত ২১ দিন আমি মেয়েকে ছেড়ে আছি। সঙ্গে তিনটি কুকুর ছানা আর বয়স্ক একজন মাসি। একমুঠো চালের গুরুত্ব কতটা জীবনে প্রথম হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। উপদ্রুত নম্বর হিসাবে যোগাযোগের যে নম্বরগুলি দেওয়া হয়েছিল ক্রমাগত রিং হয়ে যাচ্ছে। খুব অসহায় বোধ করছি। হাইপার সেনসিটিভ অথবা ওভারসেনসেটিভ হতে পারি। আমরা যারা মানুষ হিসাবে নিজের ভাবতে চাই, নর্মাল হিউম্যান বিইং হিসাবে আমাদের দেখি, রাশন করে চলতে হচ্ছে। শ্রীলেখা বলেন, "ম্যাগি না খেয়ে প্রায় ২৩ টা কুকুর খাওয়াচ্ছি দু'বেলা। কিছু রাশনে টান ধরেছে। জানিনা

কুকুরগুলোকে খাওয়াতে পারব কিনা। কারণ আমি যে কমপ্লেক্সে থাকি, সেটা কেবলই ভার্টিক্যাল বস্তি। আক্ষরিক অর্থে বড়লোকদের বস্তি। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না। যারা মনে করে এই কমপ্লেক্সে এসেছি, এখানে কুকুর আসবে না, তাদের সঙ্গে আমি একেবারেই একমত নই। গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে এই অবস্থায় আছি। সমানে টার্গেট করা হচ্ছে। কিভাবে অশান্তি দেবে। কিভাবে এই লড়াইয়ে জিতে যাবে। তিনি বলেন, নিজে ম্যাগী খেয়ে চালটা বাঁচিয়ে রাখি যাতে কুকুররা খেতে পারে। ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি না। দুবেলা খেয়ে আছি। মনে মনে নিজেকে বোঝাচ্ছি এতে ডায়েট হচ্ছে। কিন্তু আসলে কুকুরগুলোকে যাতে খেতে দিতে পারি। যে বয়স্ক মাসি আমার সঙ্গে আছে গত ১৪ বছর ধরে ক্রমাগত পরিষেবা দিয়েছে তাঁকে তো খাবার থেকে বঞ্চিত করতে পারবোনা। দীর্ঘ অভিযোগে শ্রীলেখা বলেন, একজন সেলিব্রিটি আবার কী রান্না করছেন তার আপডেট দিচ্ছেন। তিনি আবার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট।

মহারাজগঞ্জ বাজারে মদ বিরোধী অভিযান। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন এফএম'র রেডিও জ্যোকিদের সাথে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভিডিও কনফারেন্সে আবেদন রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

লকডাউনে দুস্থদের বিনামূল্যে ৩ কোটি বিস্কুটের প্যাকেট বিলোনোর সিদ্ধান্ত পার্লে সংস্থার

নয়াদিল্লি ২৭ মার্চ (হি. স.) : করনা ভাইরাসের মোকাবিলায় আগামী তিন সপ্তাহ গোটা দেশে লকডাউন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে আনাজপাতি বাজারে মিললেও গৃহবন্দি হওয়ার জেরে অনেকেই বাজারমুখো হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছেন নিম্নবিত্ত এবং বিপিএল তালিকাভুক্তরা। এই পরিস্থিতিতে তিন সপ্তাহজুড়ে মোট ৩ কোটি বিস্কুটের প্যাকেট দুস্থদের মাঝে বিলোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'পার্লে' সংস্থা।

সরকারি সংস্থার মাধ্যমেই এই বিস্কুটের প্যাকেট বিনামূল্যে পৌঁছে যাবে দরিদ্র মানুষগুলির হাতে।প্রধানমন্ত্রী মোদির ডাকে সারা দিয়ে পার্লে সংস্থা ইতিমধ্যেই অর্ধেক সংখ্যক কর্মী দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। এপ্রসঙ্গে পার্লে সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার আধিকারিক মায়াঙ্ক শাহ জানিয়েছেন, প্রতি সপ্তাহে ১ কোটি করে মোট ৩ কোটি বিস্কুটের প্যাকেট পৌঁছে যাবে নিম্নবিত্তদরে কাছে। পাশপাশি তিনি এও জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে আপাতত মাত্র ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে নিজেদের উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

লকডাউন ঘোষণার পরেই দেশজুড়ে কেনাকাটার একটা হিড়িক লেগেছে সাধারণ মানুষদের, সেই কারণে বাজারেও টান পড়তে বাধ্য। আর সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই উৎপাদন চালিয়ে যেতে হচ্ছে এই বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থাটিকে। কারণ উৎপাদন বন্ধ করলে বাজারে দুর্মূল্য হয়ে পড়বে 'পার্লে-জি' বিস্কুট। তাতে সমস্যায় পড়বেন সাধারন মানুষ। সেই কারণে আপাতত মাত্র ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়েই বিস্কুট প্রস্তুতের কাজ চলছে।

পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

কুড়িয়েছে পুর সংস্থাগুলি। আজ রাজধানী আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একইভাবে এগিয়ে এসেছে রাজ্য পুলিশও। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, হাসপাতালে অনেক রোগীর পরিবার লকডাউনের পরিস্থিতিতে ঠিকভাবে খেতে পারছেন না। তাই রাজ্য পুলিশের তরফে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকারের তরফে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে মাস্ক এবং সাবান বিলি করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে তাদেরও সুরক্ষিত রাখার জন্য এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি মাস্ক এবং সাবান বিলিতে নিয়োজিত কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গঠিত

● প্রথম পাতার পর

সহযোগিতা চাওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখে রাজ্যের নাগরিকদের সহযোগিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে আবেদন জানাবেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, বহিঃ রাজ্যের অনেকেই ত্রিপুরায় বসবাস করছেন। তাঁদেরও প্রয়োজনে সহায়তা করব আমরা। তাঁদের থাকা কিংবা খাবারের ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা সরকার। পরিবহণ সচিবের দাবি, করোনা ভাইরাসের জন্য এই পরিস্থিতিতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করব।

পাঞ্জাবে করোনায় মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে সংক্রমিত ২৩, সিল করে দেওয়া হল ১৫টি গ্রাম

চণ্ডিগড়, ২৭ মার্চ (হি. স.) : পাঞ্জাবে করোনাভাইরাসের জেরে মৃত এক বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হলেন আরও ২৩জন। বিদেশ থেকে ফিরে সরকারের নির্দেশকে তোয়াক্কা না করেই গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পরই সুরক্ষার খাতিরে সিল করে দেওয়া হল ১৫টি গ্রাম।

জানা গিয়েছে, গত ১৮ মার্চ মারা যান ৭০ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ। গুরুদ্বারে সেবায়ত ছিলেন তিনি। ওই ব্যক্তি প্রতিবেশী গ্রামের দুই বন্ধুর সঙ্গে জার্মানি এবং ইতালি সফর করে দেশে ফিরেছিলেন। করোনা পরিস্থিতিতেও সরকারের নির্দেশ অমান্য করে কোয়ারান্টিন বিধি না মেনে লোকালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তারও আগে, তিনি ৬ মার্চ দিল্লিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে জমায়েত, অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। করোনা ভাইরাসের জন্য কোভিড-১৯-এর টেস্টের আগে পর্যন্ত তিনি প্রায় শতাধিক লোকজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর দুই বন্ধু রাজ্য জুড়ে ১৫টি গ্রামে গিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

তাঁর পরিবারে, ১৪ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ইতিবাচক রিপোর্ট এসেছে। তাঁর নাতি-নাতনি গ্রামের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ওই তিনজনই নওনশাহার, মোহালি, অমৃতসর, হোশিয়ারপুর ও জলন্ধরেও ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আধিকারিকরা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের সন্ধানে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ১৫টি গ্রাম সিল করা হয়েছে।

করোনার প্রকোপ থেকে অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখবে আরবিআই-এর সিদ্ধান্ত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনা-পরিস্থিতি মোকাবিলায় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। রেপো রেট এবং রিভার্স রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআই। এছাড়াও সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তিন মাসের মোরেটরিয়াম বা পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন আরবিআই গভর্নর। আরবিআই-এর সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''করোনাভাইরাসের প্রভাব থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য দারুণ পদক্ষেপ নিয়েছে আরবিআই। এই ঘোষণার ফলে তহবিলের ব্যয় হ্রাস হবে, মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায় সহায়তা করবে।''

আরবিআই-এর সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও। নাড্ডা টুইটারে লিখেছেন, ''এই কঠিন সময়ে নাগরিকদের সহায়তা করার জন্য আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। শুক্রবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, আরবিআই ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।''

পাটুলি সাবস্টেশনে আগুন

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি স): লকডাউন এর মাঝেই শুক্রবার কলকাতার পাটুলিতে বিদ্যুতের সাবস্টেশনে ভয়াবহ আগুন।ঘটনাস্থলে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন।বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে। দেশে ক্রমাগত করোনায় আক্রান্ত সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কলকাতায় ইতিমধ্যেই থাবা বসিয়েছে করোনা।কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাড়িয়েছে ১০। আর তাই কলকাতায় চলছে লকডাউন।আর এই লকডাউনের মাঝেই বৃহস্পতিবার পাটুলিতে সিইএসই-র সাবস্টেশনে আগুন লাগে।আগুন লাগা মাত্রই খবর দেওয়া হয় দমকল। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চারটি ইঞ্জিন। অল্প সময়ের ব্যবধানে পৌঁছা যায় দমকল। আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে বিস্তৃণ এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে যায়।কিভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখছে দমকল কর্তৃপক্ষ।

লকডাউনের ফলে হুগলি জেলায় টান পরছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের

হুগলি, ২৭ মার্চ (হি. স.) : বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলো লকডাউন শুরু হয়েছে,প্রথমদিন থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনছে মানুষ, কিন্তু এর ফলে বাজার থেকে চাল এবং মুড়ি যোগান আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই ধানকল গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ট্রান্সপোর্টে মাল না আসায় চালের যোগান যথেষ্ট কমে গেছে। এবং কিছু কিছু জায়গায় চালের দাম বাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। দোকানদারদের কথায় যদি যোগান কম থাকে তাহলে আমরা কি করবো। আমরা যে দামে মাল কিনছি তার উপরে কিছুটা লাভ দেখে তো বিক্রি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে ডানকুনি বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে বাঙালির জলখাবারের অন্যতম খাদ্য হচ্ছে মুড়ি। সেই মুড়ি ও গত দুদিন ধরে বাজারে আসছে না। ফলে সাধারণ বাঙালিদের জলখাবারে মুড়ির বদলি হিসেবে অন্য কিছ করতে হচ্ছে গৃহিণীদের। মুড়ি বিক্রেতাদের বক্তব্য মাল আসছে না গত দুদিন ধরে।কারখানা কাজ হয়নি যার জন্য মুড়ি খদ্দেরদের দেওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি আসেনি এটাও অন্যতম কারণ অন্যদিকে ডানকুনির বাজারগুলিতে কাঁচা সব্জি যোগান কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে।

আলু পিয়াজ সবজি টমেটো গাজর কাঁচালঙ্কা ঝিঙে লাউ সমস্তর যোগান কিন্তু রয়েছে। দোকানদারদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ গত দুদিন ধরে তাদের চাহিদার থেকে অনেক বেশি জিনিস বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন।তাদের আশঙ্কা যখন মালের যোগান যখন কমে আসবে তখন বাজারে অভাব দেখা দিতে পারে। এব্যাপারে প্রশাসনকে কঠোর নজর দিতে হবে।

করোনা মোকাবিলায় কিট দেওয়া হবে এসএসকেএমে ও

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি স) : করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্য দফতর-নাইসেডের আলোচনা হয়। করোনা মোকাবিলায় অপ্রতুল কিট। কিট দেওয়া হবে এসএসকেএম হাসপাতালেও।

সূত্রের খবর,নাইসেড কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছল আরও ১০০০০ কিট। নতুন ১০০০০ কিট ভাগ করে দেওয়া হবে এসএসকেএম, মেদিনীপুর মেডিক্যাল, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, ট্রপিকালে। ভারতীয় ২টি সংস্থাকে কিট তৈরির অনুমোদন দিল কেন্দ্র।উল্লেখ্য,করনা সংক্রমণের জেরে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। দেশে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।ইতিমধ্যেই কলকাতাতেও থাবা বসিয়েছে করোনা। কলকাতায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

হামলা দুস্কৃতিদের

আটের পাতার পর

হাসপাতালে। অন্য জওয়ানেরা দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করে। এর মধ্যে দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সজল মালাকার নামে এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। আহত টি এস আর জওয়ানকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

লকডাউনে অভুক্ত বৃদ্ধাকে রক্ষা পুলিশের

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : সঞ্চিত খাদ্যবস্তু শেষ, বৃদ্ধার বাড়িতে নিজে ১২ দিনের বাজার পৌঁছে দিয়ে এলেন বৌবাজার থানার এক সার্জেন্ট। পাশে আছি সাধ্যমতো এই শিরোনামে ঘটনাটি জানানো হল কলকাতা পুলিশের ফেসবুকে। লেখা হয়েছে, ''লকডাউনের মধ্যে বেশ খানিক বিপদেই পড়েছিলেন গোপী বোস লেনের বাসিন্দা ভগবতী দে। বয়স ৭২, স্বামী মারা গেছেন আগেই। বাড়িতে একাই থাকেন। লকডাউনের আগে খুব বেশি রেশন ও খাবার সংগ্রহ করে রাখতে পারেননি তিনি। শরীর ভালো না থাকায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজার করার মতো অবস্থাও নেই। সঞ্চয় করে রাখা রেশন ও খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই বৌবাজার থানায় যোগাযোগ করেছিলেন ভগবতী দেবী। খবর পেয়েই সার্জেন্ট সৌরভ দাসের নেতৃত্বে ভগবতী দেবীর বাড়িতে পৌঁছে যায় বৌবাজার থানার বিশেষ টিম। ভগবতী দেবীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তিনি অভুক্ত হয়ে আছেন। দ্রুত তাঁকে নিয়ে আসা হয় বৌবাজার থানায়। সেখানেই তাঁর খাবারের ব্যবস্থা হয়। তারপর ভগবতী দেবীকে ফের পৌঁছে দিয়ে আসা হয় গোপী বোস লেনের বাড়িতে। এরপরে ১২ দিনের মতো চাল, ডাল, তেল, মশলা, আলু-সবজি কিনে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন সার্জেন্ট সৌরভ দাস। ভগবতী দেবী কলকাতা পুলিশের 'প্রণাম' প্রকল্পেরও অন্যতম সদস্য। করোনা প্রতিরোধে সবাইকে সুরক্ষিত রাখতেই ঘোষিত হয়েছে ২১ দিনের লকডাউন। এই অবস্থায় শহরের কলকাতার সমস্ত বয়স্ক সহনাগরিকদের যে-কোনও প্রয়োজনে, বিপদে পাশে থাকার চেষ্টা করছি আমরা। আমাদের সিনিয়র সিটিজেন হেল্পলাইনের নম্বর:

পরেই নিম্নমুখী শেয়ার বাজার

আটের পাতার পর

দাঁড়ায় ৮,৬১১ পয়েন্টে। এদিন মুদ্রানীতি কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকের পরে রেপো রেট ৭৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৪.৪ শতাংশ করার ঘোষণা করা হয়। নির্ধারিত মুদ্রা নীতি কমিটির সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রেপো রেটের হার ৫.১০ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশ এ নিয়ে আসার।

বাজার বন্ধের কড়া নির্দেশ

তিনের পাতার পর

অন্যদের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে সাধারণ মানুষের জমায়েত দেখে হতবাক খোদ মুখ্যমন্ত্রী থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা খেদ ব্যক্ত করে বলেছেন, গোটা বিশ্বের ঘটনাবলি দেখে অসমের মানুষ যে বোধশক্তি হারিয়েছেন তা দেখে তিনি বিস্মিত। মানুষের জীবন রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে।

সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

আবেদন, লকডাউনে ঘর থেকে বের হবেন না। সময় কাটানোর জন্য পুরোনো স্মৃতি কাগজে তুলে রাখুন। ভবিষ্যতে আপনিও বড় লেখক হতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পরামর্শ দিয়েছেন। মূলত, ত্রিপুরায় বর্তমানে মাস্কের আকাল দেখা দিয়েছে। তাতে, জনগণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাই, মুখ্যমন্ত্রী আজ ত্রিপুরাবাসীকে গামছা দিয়ে মাস্কের চাহিদা পূরণে অভিনব উপায় মনে করালেন।

ত্রিপুরায় লকডাউন চতুর্থ দিনে পড়েছে। প্রায় প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসী এখন অতি সতর্কতা অবলম্বন করছেন। ফলে, মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ভীষণ চাহিদা দেখা দিয়েছে। এই সুযোগে কালোবাজারি হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের তরফেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দোকানে অভিযানও চালাচ্ছে। তবুও, বাজারে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হচ্ছে না।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণের সহযোগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই রোগের এখনও ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই, সচেতনতা রোগের প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে সহায়তা করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি বলেন, লকডাউনে মানুষ বাড়ি থেকে না বের হলে ওই রোগ ছড়াতেই পারবে না। তবুও, প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য মাস্ক পড়তেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা জারি করা হয়নি। তাঁর কথায়, শুধু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের মাস্ক-র প্রয়োজন রয়েছে। তবুও, নিশ্চিন্ত থাকার জন্য মাস্ক-র বদলে গামছা ব্যবহার করা যাবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী গামছা পরিধানের ধরণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মাস্ক-র বদলে গামছা ব্যবহার করুন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তাতেই যথেষ্ট। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্রত্যেকের বাড়িতে জনপ্রতি গামছা রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভাল করে ধুয়ে ওই গামছা ব্যবহার করুন। এবং সুস্থ থাকুন। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, অযথা চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সতর্ক থাকুন এবং সুস্থ থাকুন।

মদ ভেবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে বন্দির মৃত্যু কেরলে

পালাক্কড়, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভাল করে হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কারের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে বাজারে অমিল স্যানিটাইজার। এই অবস্থায় মদ ভেবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার খেয়ে ফেলায় মৃত্যু হয় এক বন্দির। কেরলের পালাক্কড়ের জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই বন্দির।

সূত্রের খবর, বন্দির নাম রমনকুট্টি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি রিমান্ডে পালাক্কড় জেলে বন্দি। সোমবার পর্যন্ত একেবারেই সুস্থ ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই বৃহস্পতিবার চিকিতকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই জেলের এক কর্তা জানিয়েছেন, সরকার থেকে নির্দেশ আসার পরই জেলের ভিতরেই বন্দিদের দিয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরির কাজ চলছে। কারা কর্তৃপক্ষ এর জন্য আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করছেন। ভুল করে অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি হ্যান্ড স্যানিটাইজারই রমনকুট্টি খেয়ে ফেলেছেন, আশঙ্কা ওই কারা-কর্তার। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

আন্দামানে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ, দ্বিতীয় আক্রান্তের হদিশ

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৭ মার্চ (হি.স.): আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ। বৃহস্পতিবারই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রথম করোনা-আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। গত ২৪ মার্চ চেন্নাই থেকে আন্দামানে গিয়েছিল সে। ওই আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে আন্দামানে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও একজন। ফলে, আন্দামানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মুখ্য সচিব চেতন সাংঘি জানিয়েছেন, আন্দামানে দ্বিতীয় করোনা-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। প্রথম আক্রান্তের সংস্পর্শে এসে তিনি সংক্রমিত হয়েছেন। দু''জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং প্রটোকল মেনে চলা হচ্ছে।

দমদমে তিন দিন কাটানোর পর গ্রেটার নয়ডার অলকার ঠাঁই হল রাজারহাটে

কলকাতা, ২৭ মার্চ (হি. স.) : শেষ পর্যন্ত বিমানবন্দরের সেই যুবতীকে রাখা হয়েছে রাজারহাটের কোয়ারান্টিন সেন্টারে। তিন দিন ধরে তাঁকে নিয়ে অনেক টানাপড়েন হয়েছে দমদম বিমানবন্দরে। আধভেজা, ময়লা ডেনিম, এই গরমেও গায়ে সাদা ফুলহাতা সোয়েটার। পায়ে মোজা, স্নিকার্স। কোলে ছোট একটা সবুজ ব্যাগ। পাশে বড় আর একটি ব্যাগ। এভাবেই তিনি তিন দিন বসেছিলেন বিমানবন্দরে। বছর ২৫ বয়স। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় তাঁকে পাওয়া গেল কলকাতা বিমানবন্দরের 'অ্যারাইভাল'-এর বাইরে, একতলায়। গুটিসুটি মেরে চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছিলেন। চার দিক নিস্তব্ধ। বিমানবন্দর থেকে যাত্রী-বিমানের ওঠানামা বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৩৩ ঘণ্টা আগে। হাতে গোনা কয়েক জন নিরাপত্তাকর্মী ও অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরাই জানালেন, গত তিন দিন ধরে ওই চত্বরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই তরুণী। পুলিশকে বারবার বলেও লাভ হয়নি।ঝরঝরে ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ও বাংলাও বলতে পারেন।নাম অলকা কুমারী। বাড়ি দিল্লির কাছে গ্রেটার নয়ডায়। তাঁর অভিযোগ, ''নাম-ধাম-আসার উদ্দেশ্য-গন্তব্যের হদিশ এই একই প্রশ্নের উত্তর গত তিন দিনে অন্তত একশো বার দিয়েছি।'' অলকা জানান, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে সেই বিমানে তিনি দিল্লি যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। সঙ্গের টাকাপয়সাও শেষ। মোবাইলটি ভাল কাজ করছে না। কারও কাছে হাত পেতে খাবারও নিতে চাইছিলেন না। বিমানবন্দরেররয়অভ্যন্তরীন ফটকের ঠিক বাইরে বলে এয়ারপোর্ট অথরিটি দায় দিতে চায়নি। আবার বিমানবন্দর চত্বরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইএসএফ স্থানীয় পুলিশের ওপর দায় ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে।

১০৩২৩ ঃ পূর্বের আদেশে স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। আগামী ৩১ মার্চের পর ১০৩২৩ এর চাকুরী থাকছে না। এটা নিশ্চিত। ১০৩২৩ এর তরফ থেকে চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানোর যে আবেদন করা হয়েছিল সেই আবেদনের উপর শুক্রবার শুনানী হয় সুপ্রিম কোর্টে। সর্বোচ্চ আদালত পূর্বের আদেশের উপর কোন স্থগিতাদেশ দেয়নি। তাতে স্পষ্ট ৩১ মার্চের পর আর চাকুরী থাকছে না ১০৩২৩ এর।

এদিকে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইন্টারলোকেটরি এপ্লিকেশন করার কথা ছিল তা সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হয়নি। এমর্মে সুপ্রিম কোর্ট এদিন বলেছে চার সপ্তাহ পর এই বিষয়ে শুনানী হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হলিক্রস স্কুল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা দান করেছে।

করোনা মোকাবিলায় একজোট দেশ, ত্রাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন শচীন

নয়াদিল্লি ঃ দেশবাসীকে একজোট হতে শিখিয়েছে মারণ করোনা। কঠিন পরিস্থিতিতে এই মহামারির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করছে সকলে। আক্রান্তরা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই। বিনোদন জগৎ থেকে খেলার দুনিয়ার তারকারা আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। ব্যতিক্রমী নন মাস্টার ব্লাস্টারও। ঋঞ্জঝজ্জঙ্গ-১৯ মোকাবিলায় ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করছেন শচীন তেণ্ডুলকর। করোনা (ঋদ্রন্দ্রদ্রথন্ত্বন্ড্স) থেকে সুরক্ষিত থাকতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা জানাতে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন ক্রিকেট ঈশ্বর। কীভাবে হাত ধুতে হবে, তাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সকলকে বাড়িতে থেকে দেশসেবা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এবার তিনি আর্থিকভাবেও এই রোগ মোকাবিলায় পাশে দাঁড়ালেন। জানা গিয়েছে, করোনা রুখতে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২৫ লক্ষ এবং মরারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শচীন।

করোনার করাল গ্রাস থেকে রাজ্য তথা দেশকে রক্ষা করতে ইতিমধ্যেই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আক্রান্তদের চিকিৎসার প্রয়োজনে রাজ্য সরকারকে ইডেন ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। দুস্থ পরিবারগুলিকে ৫০ লক্ষ টাকার চালও দিচ্ছেন দাদা। এবার সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন শচীনও। এদিকে, বরোদা পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরে চার হাজার মাস্ক বিলি করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ইরফান ও ইউসুফ পাঠান। করোনা রুখতে পুণের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে দুস্থদের জন্য এক লক্ষ টাকা পৌঁছে দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিও। এদিন ৪২ লক্ষ টাকা অনুদানের সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থাও। প্রধানমন্ত্রীর করোনা ত্রাণ তহবিলে ২১ লক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২১ লক্ষ টাকা দেবে সংস্থা। বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল সাংসদ লক্ষ্মীরতন শুক্লা তাঁর তিন মাসের বেতন এবং বিসিসিআই থেকে পাওয়া পেনশন রাজ্যসরকারের খাতে অনুদান হিসেবে দিলেন। ভারতের মতোই উদ্বিগ্ন বাংলাদেশও। করোনার কারণে সে দেশেও সব ধরনের খেলাধুলো বন্ধ। নিজেদের দেশের আক্রান্তদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররাও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সেন্ট্রাল চুক্তিতে থাকা মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল, মাহমুদুল্লাহ, লিটন দাসের মতো ১৭ জন ক্রিকেটার তাঁদের বেতনের অর্ধেক অনুদান হিসেবে দেবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া চুক্তির বাইরে থাকা যে ১০ ক্রিকেটার গত তিনমাস নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন, তাঁরাও দেবেন বেতনের ৫০ ভাগ। অর্থাৎ ২৭ জন ক্রিকেটারের থেকে কর বাদ দিয়ে মিলবে ২৬ লক্ষ টাকা। এই অর্থ করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলায় গঠিত খাতে জমা পড়বে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে আর্থিক সাহায্য করছেন।

স্কটল্যান্ড জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ক্রিকেট খেলেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়, জানতেন?

নয়াদিল্লি ঃ তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব। বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেটের কিংবদন্তি। তিনি এককালের টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তারকা। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। দেশের জার্সি গায়ে যিনি কত রেকর্ডের মালিক, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রায় সব তথ্যই মুখস্ত ক্রিকেটপ্রেমীদের। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, এককালে তিনি স্কটল্যান্ডের হয়েও খেলেছেন। না, সে দেশের কোনও ক্লাব বা কাউন্টি ক্রিকেটে নয়, স্কটল্যান্ডের জার্সি গায়েই বাইশ গজে নেমেছিলেন তিনি।

বিষয়টা তাহলে একটু বিস্তারিত বলা যাক। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দেশের হয়ে ওয়ানডে অভিষেক ঘটেছিল ভারতীয় ক্রিকেটের দ্য ওয়ালের। তারপর থেকে একের পর এক রেকর্ড ঝুলিতে পুরেছেন তিনি। ২০০৩ সালে অর্থাৎ যেবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে পরাস্ত হয়ে বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার, সেই বছরই স্কটল্যান্ডের জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন দ্রাবিড়। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছিল দলের ক্রিকেটারদের। কিন্তু বাইশ গজ থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে পারেননি মিস্টার ডিপেন্ডেবল। স্কটল্যান্ডের দলে বিদেশি মার্কি তারকা হিসেবে খেলার প্রস্তাবটা আসতেই লুফে নেন তিনি। ঠিক করে ফেলেছিলেন, নতুন একটি দলের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন নিজের ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতা। আর সঙ্গে সেই দলের থেকেও নতুন কিছু শিখবেন।

কিন্তু এক দলের ক্রিকেটার হয়ে তিনি কীভাবে অন্য একটি দেশের জাতীয় দলে খেললেন? অনেকেই এই কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। স্কটিশ ক্রিকেট ইউনিয়নের চিফ এক্সিকিউটিভ জানান, ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় সদ্য পা রেখেছে স্কটল্যান্ড দল। সেই সময় ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন কিংবদন্তি জন রাইট। এমন আনকোরা দলের ড্রেসিংরুমে এক ভারতীয় কিংবদন্তির উপস্থিতি চেয়েছিলেন তাঁরা। রাইটকে এ ব্যাপারে প্রস্তাবও দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে স্কটল্যান্ড দলের প্রথম পছন্দ ছিল মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকরকে। কিন্তু রাইট জানান, তিনি রাহুলকে পাঠাতে ইচ্ছুক। বলেন, “যে স্কটল্যান্ড দলের ক্রিকেটারদের মাঠে ও মাঠের বাইরে সাহায্য করবে, সে হল রাহুল দ্রাবিড়।”

এমন প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন দ্রাবিড়। স্কটিশদের সঙ্গে উড়ে যান ইংল্যান্ড। সেখানে তিন মাসে এগোরাটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৬০০ রান। কিংবদন্তির থেকে অনেককিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন স্কটিশরা। আর তাঁদের সঙ্গে কাটানো সময় চিরমধুর হয়ে রয়েছে দ্রাবিড়ের জীবনেও।

করোনা আতঙ্কে পিছিয়েছে অলিম্পিক, লোকসান অন্তত ২০ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে অলিম্পিক। টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে যাওয়ায় কতটা সমস্যায় পড়লেন সংগঠকরা? কতটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে জাপান সরকারকে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

২০২১-এ পরবর্তী অলিম্পিক। অর্থাৎ এক বছর ‘মহাযজ্ঞ’ পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু টোকিও ২০২০ অলিম্পিক কবে শুরু হবে, কবে শেষ হবে তা জানায়নি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা আইওসি। তবে হিসাব মেলাতে গিয়ে সংগঠকদের মাথায় হাত। এখনও খুটিনাটি সবকিছু হিসাব করা হয়নি। কিন্তু সংগঠকরা বুঝে গিয়েছেন, বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছেন। প্রাথমিক হিসাবে দেখা গিয়েছে প্রায় ২০ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি ক্ষতি হবে। “এখন আমরা একের পর এক হিসাব খতিয়ে দেখছি। উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করছি।” এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন টোকিও অলিম্পিকের সিইও তোসিরো মুতো। টাস্কফোর্সের সঙ্গে তিনি প্রথম সভায় বসেছিলেন। সেই সভার পর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “অতিরিক্ত খরচের মাত্রা যে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে তা নতুন করে না বললেও চলে। যেভাবেই হোক এখন আয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এখন আমরা সেই জায়গাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি।”

জাপানের দৈনিক সংবাদপত্র নিক্কেই হিসাব কষে জানিয়েছে, ভারতীয় মুদ্রায় ২০,৩৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে জাপানের। এই ক্ষতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে, যেসব ভেনু ভাড়া বাবদ নেওয়া হয়েছিল তাদের অর্থ মেটানোর জন্য। পুনরায় হোটেল বুকিং, স্টাফদের জন্য অতিরিক্ত খরচ, নিরাপত্তাসহ আরও অনেক কিছু রয়েছে এই হিসাবের মধ্যে। তবে এই ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য সরকারি স্তরে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। যদি সব কিছু ঠিক চলে তাহলে ক্ষতি কিছুটা কমলেও কমতে পারে।

অলিম্পিক এর আগে তিনবার বন্ধ হয়েছে। তিনবারই বন্ধের পিছনে কারণ ছিল বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু ইতিহাসে অলিম্পিক কখনও একবছর পিছিয়ে যায়নি। যা এবারই প্রথম হল। ফলে সংগঠকরা অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। “আমাদের কখনও এই ধরনের সমস্যার সামনে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা নেই। এমন সমস্যার মধ্যে কখনও যে পড়িনি। এটুকু বলতে পারি, সমস্যাগুলো মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বড় আকারও নেবে। তবে সব কিছু সামলে এগোনো ছাড়া উপায় নেই।” একথা বলেছেন টোকিও অলিম্পিক সংগঠক প্রেসিডেন্ট ইওসিরো মোরি। এখনও পর্যন্ত জানানো হয়নি, আগামী বছর কখন অলিম্পিক শুরু করা সম্ভব। মোরি বলছেন, “যত শীঘ্র সম্ভব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।”

খেলতে চান টোকিও অলিম্পিকসে, অবসর পিছিয়ে দেওয়ার ভাবনায় লিয়েন্ডার

কলকাতা: টোকিও অলিম্পিক গেমসে খেলতে চান ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ। টোকিওত তিনি যদি শেষপর্যন্ত খেলার সুযোগ পান, তাহলে অষ্টমবার অলিম্পিক গেমসে যোগ দেবেন। এই অনন্য রেকর্ড গড়তে চাইছেন তিনি। সেই কারণেই অবসর নেওয়ার কথা ভাবলেও, আপাতত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখছেন। কারণ, করোনা ভাইরাসের জেরে টোকিও অলিম্পিক গেমস এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার পরেই অবসর নিতে চান তিনি। এ বছরের জুনে ৪৭ বছর বয়স হয়ে যাবে লিয়েন্ডারের। গত বছরের শেষদিকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ২০২০ তাঁর বিদায়ী বছর হবে। এ বছর খেলার পরেই তিনি অবসর নেবেন। কিন্তু এখন তাঁর ভাবনা বদলে গিয়েছে। একটি ক্রীড়া বিষয়ক চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ‘আমার বাবা চাইছেন আমি আরও কিছুদিন খেলি।

করোনা ভাইরাস নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও লেঃ গভর্নরদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ছবি- পিআইবি।

করোনা : সকলের মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই, হাত ধোয়ার অভ্যাসেই যথেষ্ট, জানালেন রাজ্যের চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মাস্ক পরার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ভাল করে বারবার হাত ধুলেই ওই ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব। অভয় দিলেন ত্রিপুরার চিকিৎসক ডাঃ সুব্রত বৈদ্য ।সেই সঙ্গে বিষেশজ্ঞ মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডাঃ তপন মজুমদার যোগ করেন, জ্বর, সর্দি, কাশি হলেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এমনটা ভাববার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। করোনা আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে গেলে তবেই ১৪ দিন নজরদারিতে থাকলেই বোঝা যাবে ওই ভাইরাসের সংক্রমিত কিনা। কোন ধরনের লক্ষণ ছাড়া অযথা পরীক্ষা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুব্রত বৈদ্য এবং ডাঃ তপন মজুমদার। করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু ভুল ধারণা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা। ডাঃ সুব্রত বৈদ্য বলেন, ত্রিপুরায় এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে, ভবিষ্যতে কাউকে পাওয়া যাবে না, বিষয়টি কোনভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর কথায়, আমরা নিয়ম মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছি না। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ জেনেবুঝে ওই ভুল করছেন। তাঁর মতে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। কেবল, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী এবং তাদের চিকিৎসা করছেন স্বাস্থ্য কর্মীদের মাস্ক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁর দাবি, মাস্ক পরলেই কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না, এই ভুল ধারণা নিয়ে থাকা উচিত হবে না। কারণ, অনেকেই মাস্ক ব্যবহারের প্রকৃত উপায় মানছেন না। ফলে, ওই ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তাঁর পরামর্শ, ভাল করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে স্যানিটাইজার দিয়েই হাত ধুতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাবান দিয়ে হাত ধুলেই যথেষ্ট, বলেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হবেই।

এদিকে, ডাঃ তপন মজুমদার করোনা ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষার বিষয়ে মানুষের কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে, তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে থাকলেই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে, ১৪ দিন নজরদারিতে থাকলেই সংক্রমিত কিনা তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর কথায়, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংস্পর্শে রয়েছে এমন ব্যক্তির জ্বর, সর্দি, কাশি হলেই তবেই পরীক্ষা করুন। সঙ্গে তিনি যোগ করেন, করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য একমাত্র জিবি হাসপাতালে যোগাযোগ করা উচিত। কারণ, জি বি হাসপাতালে ফ্লু ক্লিনিকে ৩ চিকিৎসক থাকেন। তারা প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখে নেন কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা। তবেই, পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তির পরামর্শ দেন তাঁরা। তিনি জানান, মুখের লালা দিয়ে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে রিপোর্ট আসতে ছয় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। তাঁর দাবি, জি বি হাসপাতালে ওই রোগের পরীক্ষা করার ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরেকটি অত্যাধুনিক রিয়েল টাইম পিসিআর মেশিন কেনা হয়েছে। এখন একসাথে ৩০০ নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও জানান, ওই রোগের পরীক্ষায় কাউকে হয়রানি না হয়, তার জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে মাইক্রো বায়োলজিস্ট এবং একজন করে পাবলিক হেলথ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহে পর্যাপ্ত কীট দেওয়া হয়েছে। ফলে, এখন কাউকেই পরীক্ষার জন্য আগরতলায় ছুটে আসতে হবে না। মাইক্রো বায়োলজিস্টরা নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন জি বি হাসপাতালে। সেই নমুনা পরীক্ষা করে রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছে যাবে।

কিশোরীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার চুড়াইবাড়িতে, হত্যা না আত্মহত্যা ধন্দে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৭ মার্চ।। আত্মহত্যা না হত্যা। এ নিয়ে চলছে জোর জল্পনা চুরাইবাড়ি এলাকায় ।কাঁঠাল চোরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে কি নাবালিকা মেয়ে আত্মহত্যা করল, না দুই চাচা ও চাচি মিলে মেয়েটিকে হত্যা করল ?প্রশ্ন রয়েছে উভয় দিকেই।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুল খালিক বুধবার সন্ধ্যায় বাজার থেকে এসে দেখতে পান উনার মেয়ের মৃতদেহ ঘরের সামনে একটি ভুবি গাছে ঝুলছে। তার সাথে মেয়েটির বাম হাত কাটা। আব্দুল খালিকের অভিযোগ,বাড়িতে ঢুকতেই আব্দুল মানিক যিনি বড় ভাই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। আরও লোক ছিল অন্ধকারের মধ্যে তাদের দেখা যায়নি। পরবর্তীতে সুলতানা বেগম (১৭) এর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পিতা। অভিযোগ গত বুধবারে সুলতানা তার চাচা আব্দুল মালিকের কাঁঠাল গাছ থেকে একটি কাঁচা কাঁঠাল পেড়ে আনে তরকারি খাবে বলে।পরবর্তীতে সুলতানার পিতার কাছে বিচার দেওয়া হয় যে সে কাঁঠাল চুরির পাশাপাশি বাড়ি থেকে ২০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর সন্ধ্যায় যখন সুলতানা পিতা বাজারে যান তখন ঘটে এই কাণ্ড। পুলিশ বলছে কাঁঠাল চোরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি আত্মহত্যা করছে।

কিন্তু মেয়েটির পিতা বলছেন মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে। যদি এটি আত্মহত্যা হয় তাহলে বাম হাতে কেন কাটা মানে আঘাতের চিহ্ন। রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। সঠিক তদন্ত করলেই বেরিয়ে যাবে আসল রহস্য। মৃত নাবালিকার পিতা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করছেন। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ০৬ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৪ সিআরপিসি ধারায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করছে। পাশাপাশি ময়নাতদন্তের পর নাবালিকার মৃতদেহটি তার পরিবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে সংবাদ সংগ্রহ করতে শনিছড়া প্রাথমিক হাসপাতলে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথ সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের সাথে এক প্রকার দুর্ব্যবহার করেন ।গোটা ঘটনা নিয়ে উনাকে জিজ্ঞেস করলে উনি সাফ জানিয়ে দেন উনি এখন ক্লান্ত কিছু বলতে পারবেন না। পাশাপাশি চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথের নামে শনিছড়া এলাকায় সাধারণ জনগণেরও একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে ।স্থানীয়দের অভিযোগ উনি শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার পর থেকে রোগীদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে থাকেন। স্থানীয়দের আরও দাবি রাজ্য সরকার যখন স্বাস্থ্য দপ্তরে উন্নতিকরণ করতে ও সাধারণ জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

পৃথক স্থানে বিপুল পরিমানে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারের অবৈধ মদের ঠেকে সদর মহকুমা শাসকের হানা। উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ দেশি ও নকল বিলেতি মদ। আটক করা হয়েছে বেশকয়েকজন মাতালকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন মহারাজগঞ্জ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য যাচাই করতে যায় সদর মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে একটি টিম। মহকুমা শাসকের নেতৃত্বাধীন এই টিমের সদস্যদের নজরে পরে বেশ কয়েকটি দোকানের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। তখন সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুলিশের উপস্থিতিতে দোকান গুলির দরজা ভাঙ্গা হয়।

দরজা ভাঙ্গার পর দেখা যায় দোকান গুলির অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ দেশি ও নকল বিলেতি মদ মজুত রয়েছে। এবং দোকান গুলির অভ্যন্তরে কিছু লোক মদ্যপান করছে। সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশের দেশি ও নকল বিলেতি মদের বোতল গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি এই দোকান গুলির অভ্যন্তরে বসে যারা মদ্যপান করছে তাদেরও আটক করা হয়। সদর মহকুমা শাসক জানান বর্তমানে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে এক শ্রেণীর লোক উত্তালে মেতে উঠেছে। সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে আতঙ্কগ্রস্ত। আর এইখানে যদি তারা উত্তালে মেতে উঠে, তাহলে সর্বত্র কি বার্তা যাবে। এই অতি উৎসাহীদের উপযুক্ত সাজা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ রাজনগর জনার্ধন সরকারের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলেতি মদ উদ্ধার করে। পুলিশ উদ্ধার কৃত মদ বাজেয়াপ্ত করে এবং বাড়ির মালিক জনার্ধন সরকারকে গ্রেপ্তার করে। বেআইনি ভাবে মজুত করা এই মদের বাজার মূল্য প্রায় ৮ হাজার টাকা। আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

তেলিয়ামুড়ায় কর্তব্যরত নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা দুস্কৃতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। টহলরত অবস্থায় পুলিশের উপর আক্রমণ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাই বাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে এস আই শ্যামল দেবনাথের নেতৃত্বে টি এস আর বাহিনী গামাই বাড়ি পাওয়ার হাউস এলাকা থেকে টহল দিয়ে ফিরছিল।

সেই সময় রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে ইট দিয়ে ঢিল মারা হয় তাদের। ঢিল এসে পরে টি এস আর দশম ব্যাটেলিয়ান গামাই বাড়ি পোস্টে কর্মরত সুব্রত দাস নামে এক জওয়ানের উপর। তার মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে টি এস আর জওয়ান। সেখান থেকে উদ্ধার করে তাকে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্কাইলার্ক ক্লাবের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। সাড়া পৃথিবী এখন আতঙ্কিত। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে এই আতঙ্ক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বাঁচাতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। এটা দেশের মানুষের কথা ভেবেই নেওয়া হয়েছে। এতে দেশের কিছু ক্ষতি হলেও, আর কোন উপায় ছিল না। বহু মানুষ এই সঙ্কটের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা তাদের সাধ্যমত অর্থ প্রদান করছে। শুক্রবার স্কাইলার্ক ক্লাবের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এদিন মন্ত্রী রতন লাল নাথের বাস ভবনে গিয়ে ক্লাবের সদস্য আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা এই চেক তুলে দিয়ে আসেন। এছাড়া এদিন একজন নিরাপত্তা কর্মী ১০ হাজার টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে প্রদান করেছেন। রাজ্যের সকল স্তরের মানুষ এই ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে এই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রচুর মানুষ অন লাইনে দান করছে। যারা স্বচ্ছল তাদের সকলের কাছে আহ্বান জানান সাধ্যমত সাহাজ্য করার জন্য। তবে সামজিক দূরত্ব বজায় রাখলে এই মহামারি থেকে উত্তোরন সম্ভব বলে জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

করোনা ঃ প্রভাব পড়ল নামাজ আদায়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। রাজ্য জুড়ে লক ডাউনের প্রভাব পড়লো মসজিদ গুলোতে জুম্মার নামাজে।এইদিন বিভিন্ন মসজিদ গুলিতে তেমন ভীড় হয়নি। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাড়ি-ঘরে এই নামাজ পড়েছেন। পশ্চিম নোয়াবাদী জামে মসজিদের ইমাম বিল্লাল মিয়া সাংবাদ প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানান এই সময়ে মসজিদে এসে ভিড় না করে নিজ নিজ বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য। সরকারি নির্দেশ মানতে সকলকে আহ্বান জানান তিনি।

লকডাউনের চতুর্থ দিনে রাজধানী আগরতলায় পুলিশের কঠোর নজরদারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে রাজ্য জুড়ে চলছে লক ডাউন। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ। লক ডাউনের চতুর্থ দিন অর্থাৎ শুক্রবারও রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা গুলিতে পুলিশের টহলদারি জারি রয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরেও একই চিত্র ফুটে উঠেছে। লক ডাউন লাগু থাকলেও খোলা রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও ঔষধ-এর দোকান। লক ডাউনের চতুর্থদিন তেমন লোকজন বাড়ি থেকে বের হয়নি। যাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তারাই বাড়ি থেকে বের হয়েছে। আগরতলা শহরের রাজপথে পুলিস ও ট্রাফিক পুলিশের টহল দারি জারি রয়েছে। যারাই রাস্তায় বের হয়েছে, তারা কি প্রয়োজনে রাস্তায় বের হয়েছে, বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। এইদিকে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার জন্য। যারা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবে তাদেরকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। যারা দোকানে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবে না তাদের কাছে পণ্য সামগ্রী বিক্রয় না করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে দোকানদারদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিস আধিকারিক জানান যারা অপ্রয়োজনে রাস্তায় বের হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা জীবনের ঝুকি নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। যে সকল ভাড়া বাড়ির মালিক চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীদের বাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে মহকুমা পুলিস আধিকারিক বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে।

কমলপুরে দুস্কৃতিদের হামলায় নিহত এক ব্যক্তি, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে হত্যার অভিযোগ। মৃত ব্যক্তির নাম শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সি। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে কমলপুর থানার অন্তর্গত নোয়াগাও পঞ্চায়েতের দশ নম্বর গ্রামে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার নোয়াগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট খবর আসে যে গ্রামের এক বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে লোক এসেছে। সেই মোতাবেক গ্রামের প্রধান, উপপ্রধান শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সিকে সাথে নিয়ে রাতে সেই বাড়িতে ছুটে যায়।

কিন্ত সেখানে গিয়ে তারা কোন বাংলাদেশি পায়নি। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসার সময় এক দল দুষ্কৃতি তাদের উপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সির। গুরুতর ভাবে আহত হয় প্রধান প্রদীপ মালাকার। তাকে ভর্তি করা হয় বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাঁসপাতালে। পরবর্তী সময় সেখান থেকে তাকে জিবি হাঁসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। যতটুকু জনা গেছে মৃত শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সিকে এক সময় সিপিআইএম-এর সমর্থক ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে শে বিজেপিতে যোগদান করে। সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রদীপ মালাকার বিজেপির বুথ সভাপতি হন, এবং শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সিকে পৃষ্ঠা প্রমুখ করা হয়। তার পর থেকে তারা নোয়াগাও গ্রামে রাজ করতে থাকে। গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো তারা। মৃত শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সির মা ও স্ত্রী সংবাদ প্রতিনিধিদের কাছে স্বীকার করে যে শঙ্কর ওরফে মনু ফার্সির শত্রু ছিল। তাকে হত্যা করা হয়েছে বলেও তারা অভিযোগ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নোয়াগাও গ্রাম পঞ্চায়েত সহ শহর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সন্দেহ জনক ভাবে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন

লন্ডন, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও। পরীক্ষায় তার করোনা ভাইরাস পজেটিভ পাওয়া গেছে। শুক্রবার তিনি নিজেই টুইটারে একটি ভিডিওবার্তায় এ খবর দিয়েছেন। কোনও দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে তিনিই প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আগেই ব্রিটিশ রাজপরিবারে আঘাত হেনেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস কোভিড-১৯। আক্রান্ত হন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের বড় ছেলে প্রিন্স অব ওয়েলস চার্লস (৭১)। আর এবার খবর মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। পরীক্ষায় তার করোনা ভাইরাস পজেটিভ পাওয়া গেছে। শুক্রবার টুইটারে একটি ভিডিওবার্তায় এ খবর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, "গত ২৪ ঘণ্টা ধরে লক্ষণগুলো হালকা হালকা টের পাচ্ছিলাম। আর তখনই পরীক্ষা করাই। যাতে ধরা পড়ে করোনা ভাইরাস পজেটিভ।" তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমি স্বেচ্ছায় আইসোলেশনের আছি। তবে এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে হলেও সরকারি নেতৃত্ব-দায়িত্ব ঠিকই পালন করে যাব। এর জন্য ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হবে। একইসঙ্গে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলা হবে।

করোনা ঃ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মহারাজগঞ্জ বাজারে মহকুমা শাসকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সবচেয়ে বেশি জরুরি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন বাজার গুলিতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ের ফলে এই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। রাজধানীর বাজার গুলিতেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তাই এইবার রাজধানীর বাজার গুলিতে ক্রেতা বিক্রেতারা যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে তার জন্য অভিযানে নামে মহকুমা প্রশাসন। এইদিন মহকুমা প্রশাসনের পৃথক তিনটি টিম রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালায়। সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহার নেতৃত্বে একটা টিম এইদিন মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায়। সদর মহকুমা শাসকের সাথে ছিলেন মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী এসোসিয়েশানের নেতৃত্বরা। এইদিন মহারাজগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন দোকানের সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য একটি রেখা দিয়ে দেওয়া হয়। সদর মহকুমা শাসক অসিম সাহা জানান করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করতে হলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেই হবে। তার জন্য লক ডাউন, ১৪৪ ধারা জারি ও কারফিউ জারি। কিন্তু একাংশ ব্যবসায়ী চাইছে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অধিক ব্যবসা করার জন্য। আবার একাংশ ক্রেতা চাইছে বেশি করে সামগ্রী ক্রয় করে বাড়িতে মজুত করতে। ফলে বাজার গুলিতে ভিড় হচ্ছে। তাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য দোকান গুলির সামনে নির্দিষ্ট রেখা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান এইদিন মহকুমা প্রশাসনের তিনটি টিম রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে এই কাজ করছে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আর্থিক জোগান দেবে জি-২০ দেশগুলি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ (হি.স.): করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ধসে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। ভেঙে পড়া বিশ্ব বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে আর্থিক সাহায্য দেবে জি-২০ দেশগুলি। জি-২০ দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থ লগ্নি করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

করোনার ত্রাসে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ইতিমধ্যেই করোনায় মৃতের সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার। আর আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৩১,৮০০ ছুঁয়েছে। বিশ্বের অন্তত ৮২টি দেশ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক লকডাউন ঘোষণা করায় অন্তত তিনশ কোটি মানুষ ঘর বন্দি। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বিশ্বের অর্থনীতি। ভেঙে পড়া বিশ্ব বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এগিয়ে এল জি-২০ দেশগুলি। বিশ্ব অর্থনীতিকে টেনে তুলতে জি-২০ দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থ লগ্নি করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার জি-২০ গোষ্ঠীর নেতারা একটি ভিডিয়ো সম্মেলন করেছেন। তাতে একত্র হয়ে করোনা-সঙ্কট মোকাবিলায় এই সংকল্প করেছেন গোষ্ঠীর নেতারা।

সম্মেলনের পর একটি বিবৃতিতে জি-২০ গোষ্ঠীর নেতারা বলেছেন, "বিশ্ব অর্থনীতিতে আমরা ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থ ঢালছি। এই অতিমারির ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজস্ব ক্ষেত্রে যে ধাক্কা লেগেছে, তা কাটিয়ে উঠতে রাজস্ব নীতি, আর্থিক ব্যবস্থা এবং নিশ্চিত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।"

আর্থিক রসদের জোগান ছাড়াও এই পরিকল্পনা রূপায়ণে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)-সহ বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর মত সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। যাতে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই আর্থিক প্যাকেজ কাজে লাগানো যায়।

এই প্রয়াস সার্থক করতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব।

এদিকে আর্থিক রসদ জোগানো ছাড়াও করোনা-সঙ্কট কাটাতে বিশ্ব জুড়ে একযোগে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছে চিন। করোনার ধাক্কায় যাতে বিশ্ব অর্থনীতিতে যাতে মন্দা দেখা না যায়, সে জন্য বাণিজ্য শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। পাশাপাশি, বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের বাধা সরানোরও প্রস্তাব করেছেন তিনি। ভিডিয়ো সম্মেলনে তিনি বলেছেন, "এটি এমন একটা ভাইরাস যা কোনও দেশের সীমান্ত মানে না। যে সঙ্কটের মোকাবিলা করছি, তা আমাদের সকলেরই শত্রু। সে জন্য আমাদের সকলকেই বিশ্ব জুড়ে নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।"

রেপো রেট কমানোর ঘোষণার পরেই নিম্নমুখী শেয়ার বাজার

মুম্বাই ২৭ মার্চ (হি. স.) : রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রেপো রেট ঘোষণার পরেও চাঙ্গা হল না শেয়ার বাজার। শুক্রবার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস রেপো রেট এবং রিজার্ভ রেপো রেট কমানোর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা নেমে গেল শেয়ার সূচক।

বেলা ১১:৫০ এ সেনসেক্স ৩৪৪ পয়েন্ট বা ১.১ শতাংশ কমে পৌঁছয় ২৯,৫৮৫ তে এবং নিফটি ৩০ পয়েন্ট বা ০.৩ শতাংশ কমে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ : রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি সঙ্গে রাজ্যপালদের ভিডিও কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ মার্চ।। আজ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও প্রশাসকদের সাথে এক ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হন। ভিডিও কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিলো কোভিড-১৯ রোগ ছড়িয়ে পড়ায় যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈসও এই ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশজুড়ে লকডাউন হওয়ার কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলায় রেডক্রস ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্য কতটা প্রস্তুত, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। ত্রিপুরায় এখনও করোনা আক্রান্ত কাউকে পাওয়া যায়নি, সে-বিষয়ে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতিকে অবগত করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সে সকলের বক্তব্য শুনার পর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সবাইকে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান যাতে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয় হাসিল হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।